হে মানব্! তোমাদের নিকট তোমাদের প্রভু হইতে সত্য সমভিব্যাহারে রসুল আসিয়াছেন, অতএব তোমরা তাঁহাকে গ্রহণ কর, তোমাদের মঙ্গল হইবে।

কোরান শরীফ, সুরা নেসা।

হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদিগকে সঞ্জীবিত করিবার জন্য যখন আল্লাহ্ ও রসুল তোমাদিগকে আহ্বান করেন, তোমরা তাঁহাদের আহ্বানে সাড়া দাও।

কোরান শরীফ, সুরা আন্‌ফাল্।

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

বঙ্গীয় প্রাদেশিক আহ্‌মদীয়া আঞ্জোমনের মুখপত্র

১০ই মে, ১৯৩৯ | নবম বর্ষ | নবম সংখ্যা

(কাদিয়ান)

'এ-লান'

"বর্ত্তমানকালে আল্লাহ্ তা'লা ইস্‌লামের উন্নতি আমার সহিত সংবদ্ধ করিয়াছেন। ধর্ম্মের উন্নতি সর্ব্বদাই তিনি তাঁহার খলিফার সহিত সংবদ্ধ করিয়া থাকেন। অতএব, যে ব্যক্তি আমার আদেশ পালন করিবে, সে বিজয় লাভ করিবে এবং যে অমান্য করিবে, সে পরাভূত হইবে। যে ব্যক্তি আমার অনুবর্ত্তী হইবে, তাহার জন্য খোদাতা'লার 'রহমতের' দ্বার উন্মুক্ত হইবে এবং যে ব্যক্তি আমার পথ পরিত্যাগ করিবে, তাহার প্রতি খোদাতা'লার 'রহমতের' দ্বার রুদ্ধ করা হইবে।"—আমীরুল্ মোমেনীন হজরত খলিফাতুল্ মসিহ্ সানি (আইঃ)।

সম্পাদক—আবদুর রহ্‌মান খাঁ, বি-এ, বি-এল।

বার্ষিক চাঁদা ৩৲ | প্রতি সংখ্যা ৵০

প্রবন্ধসূচী

১।	দোয়া	২০৫ পৃঃ
২।	অমৃত বাণী	২০৬—০৮
৩।	আহ্! অলীদাদ খাঁ—সত্যের তরে নূতন শহীদ	২০৮—০৯
৪।	অভ্যর্থনা ও অভিভাষণ ...	২১০—১১
৫।	জমাতে শিক্ষা বিস্তার (খোৎবা) ...	২১২—২৫
৬।	সারে-জাহাঁ-হামারা	২২৬—২৮

সত্যের জন্য প্রাণ উৎসর্গের জ্বলন্ত নিদর্শন

সীমান্তে নূতন শহীদ—২৬শে মার্চ্চ, ১৯৩৯

এ পর্য্যন্ত সীমান্তে ও আফগানে পর পর ছয় জন আহমদী শহীদ

১ম শহীদ—স্বর্গীয় মৌলবী আবদুর রাহমান খান সাহেব
২য় শহীদ— ,, হজরত শাহজাদা আবদুল লতীফ খান সাহেব
৩য় শহীদ— ,, মৌলবী নেয়ামত উল্লাহ্ খান সাহেব
৪র্থ শহীদ— ,, মৌলবী আবদুল হেকীম খান সাহেব
৫ম শহীদ— ,, মৌলবী নুর এলাহী সাহেব
৬ষ্ঠ শহীদ— ,, মৌলবী ওলীদাদ খান সাহেব

বিস্তারিত বিবরণ ২০৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

দামেস্কের এক সুপ্রসিদ্ধ পত্রিকার এডিটরের আহমদীয়ত গ্রহণ

আমরা বিগত ১৫ই এপ্রিল সংখ্যা আহমদীতে দামেস্কের সুবিখ্যাত পত্রিকা "রাবেতা-ইসলামিয়ার" এডিটর জোনাব আল্-ওস্তাজ আবদুল আজীজ আফেন্দী আদীব মহোদয় ও সুবিখ্যাত তুর্কি নেতা আল্লামা হাজী মুসা জারুল্লাহ মহোদয়ের কাদিয়ানে আগমনের কথা উল্লেখ করিয়াছিলাম। বন্ধুগণ শুনিয়া আনন্দিত হইবেন যে, দামেস্কের আদীব (সাহিত্যক) জোনাব আবদুল আজীজ আফেন্দী সাহেব বিগত ২৫শে এপ্রিল হজরত আমিরুল-মোমেনীনের (আইঃ) হস্তে বয়াৎ গ্রহণ করিয়া পবিত্র সিলসিলা-ভুক্ত হইয়াছেন। আল্হামদুলিল্লাহ! আল্লাহ্ তা'লা তাঁহাকে এস্তেকামাত ও এখলাস দান করুন—আমীন।

যুগাবতার

(সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত)

একত্রে ১০০ কপি	...	১॥০	একত্রে ৫০০ কপি	...	৬৲
,, ২০০ ,,	...	২৸০	,, ১০০০ ,,	...	১০৲
,, ২৫০ ,,	...	৩।০	ডাক খরচ স্বতন্ত্র		

পাক্ষিক

আহমদী

নবম বর্ষ | ১৫ই মে, ১৯৩৯ | নবম সংখ্যা

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده و نصلى على رسوله الكريم

দোয়া

[হজরত রসুল করীমের (সাঃ) হাদিস হইতে]

অভাব হইতে মুক্তি পাইবার জন্য দোয়া

لا اله الا الله الحليم الكريم - سبحان الله رب العرش العظيم - والحمد لله رب العالمين— اسئلك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم - لا تدع لى ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجة هى لك رضا الا قضيتها يا ارحم الرحمين *

বঙ্গানুবাদ—আল্লাহ্ ভিন্ন আর উপাস্য ও আরাধ্য নাই। তিনি বড়ই ধৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য, ক্ষমা ও অনুগ্রহশীল এবং পরম দয়ালু। তিনি 'সোবহান'—অর্থাৎ সর্ব্ব-পূর্ণ-গুণাধার ও সর্ব্ব-দোষ-ত্রুটি-মুক্ত। তিনি মহান আরশের প্রভু—অর্থাৎ তিনি অতি উচ্চ ও মহান মর্য্যাদাশীল, জ্ঞানের অতীত, সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম, মহা মহা গুণ ও শক্তির আধার। সমস্ত প্রশংসা তাঁহারই প্রাপ্য, তিনি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের 'রাব' —অর্থাৎ স্রষ্টা ও প্রতিপালক। হে আরহামুর-রাহিমীন—সকল দয়ালুর চেয়েও দয়ালু! আমি তোমার নিকট এমন কাজ করিবার তৌফিক (ক্ষমতা) চাই যাহা তোমার 'রহমত' বা অনুকম্পাকে আকর্ষণ করিবে এবং যাহা তোমার ক্ষমা গুণ উথলিয়া তুলিবে। আমি তৌফিক প্রার্থনা করি সকল পুণ্য কার্য্যের এবং আশ্রয় চাই সকল পাপ কর্ম্ম হইতে। তুমি আমার সকল গোণাহ্ ক্ষমা কর এবং সকল দুঃখ দূর কর এবং তোমার ইচ্ছার সমঞ্জস আমার সকল অভাব মোচন কর।

অশান্তি ও উদ্বেগ হইতে মুক্তি পাইবার দোয়া

اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا * اللهم رحمتك ارجوا - فلا تكلنى على نفسى طرفة عين واصلح شانى كله - لا اله الا انت * يا قيوم برحمتك استغيث * لا اله الا الله العليم الحليم - لا اله الا الله رب العرش العظيم - لا اله الله رب السموت و رب الارض ورب العرش الكريم *

বঙ্গানুবাদ—হে আল্লাহ! তুমি আমাদের সকল দোষ ত্রুটি গোপন কর এবং সকল অশান্তিতে আমাদিগকে শান্তি দাও। হে আল্লাহ্! তোমার 'রহমত' বা অনুগ্রহ প্রার্থনা করি; চক্ষের পলকের জন্যও আমাদিগকে 'নফস্' বা কুপ্রবৃত্তির প্রতি আকৃষ্ট করিও না এবং আমার সমস্ত কার্য্য তুমি সংশোধিত করিয়া দাও। তুমি ভিন্ন কোন উপাস্য আরাধ্য নাই। হে 'কাইয়ুম'— চিরস্থায়ী ও সর্ব্ব-রক্ষী খোদা! তোমার 'রহমত' (অনুগ্রহ ও দয়া) প্রার্থনা করি।

আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য উপাস্য আরাধ্য নাই, তিনি জ্ঞান, গাম্ভীর্য্য, ক্ষমা ও অনুগ্রহের অধিকারী। আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য উপাস্য নাই— তিনি মহান আরশের রাব্। আল্লাহ্ ভিন্ন আর উপাস্য নাই— আকাশ ও ভূমণ্ডলের 'রাব' তিনি এবং আরশুল-করীমের 'রাব' বা মহান মর্য্যাদা, গুণ ও শক্তির আধার তিনি।

অমৃত বাণী

[হজরত মসিহ্‌ মাউদ (আঃ)]

'মুরশেদ' (ধর্ম্ম-গুরু) ও পিতা-মাতার প্রতি কর্ত্তব্য

সুরা 'নাস' পাঠ করিয়া বলেন :—

"এই সুরায় আল্লাহ্‌তা'লা প্রশংসার 'হকীকী' বা প্রকৃত অধিকারীর কথা উল্লেখ করার সঙ্গে সঙ্গে, প্রশংসার 'আর্‌জী' বা সাময়িক অধিকারীর প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন, যেন 'আখলাকে-ফাজেলা' বা সুনীতি পুর্ণাঙ্গ প্রাপ্ত হয়। ফলতঃ এই সুরায় তিন প্রকারের 'হক' বা অধিকারের কথা বলা হইয়াছে।

আল্লাহ্‌তা'লা বলিয়াছেন :—

"তোমরা সর্ব্ব-পূর্ণ-গুণাধার আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় চাও, যিনি প্রতিপালক, যিনি লোকের অধীশ্বর এবং লোকের প্রকৃত উপাস্য ও আরাধ্য।"

এই সুরায় প্রকৃত 'তৌহীদ' বা আল্লাহর অসমকক্ষতা কায়েম রাখিয়া সঙ্গে সঙ্গে এ কথার প্রতিও ইঙ্গিত করা হইয়াছে যেন সেই সকল লোকের প্রাপ্য বা অধিকারও বিনষ্ট করা না হয়, যাঁহারা প্রতিচ্ছায়ারূপে উপরুক্ত গুণ সকলের প্রতীক। 'রাব্‌' শব্দে এই ইঙ্গিত রহিয়াছে যে, যদিও প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ্‌ই প্রতিপালক এবং পূর্ণ উন্নতি-দাতা তথাপি অস্থায়ী ভাবে এবং প্রতিচ্ছায়ারূপে এই গুণের প্রাতীক আরো আছেন— (১) একজন আধ্যাত্মিক দিক দিয়া (২) আর এক জন ভৌতিক দিক দিয়া। ভৌতিক দিক দিয়া পিতামাতা এবং আধ্যাত্মিক দিক দিয়া 'মুর্‌শেদ' (গুরু) এবং 'হাদী' (ধর্ম্মপথ-প্রদর্শক)। আল্লাহ্‌তা'লা অন্যত্র বিস্তারিত ভাবে বলিয়াছেন—

وقضى ربك ان لا تعبدوا الا اياه
وبالوالدين احسانا —

অর্থাৎ, "খোদাতা'লা তোমাদের নিকট এই চাহিয়াছেন, যেন তোমরা অপর কাহারো উপাসনা না কর এবং পিতামাতার সহিত 'এহ্‌সান' বা সদ্ব্যবহার কর।"

বস্তুতঃ ইহা কত বড় 'রবুবীয়ত' (প্রতিপালন কার্য্য) যে, মানুষ যখন শৈশব কালে সম্পূর্ণ শক্তিহীন থাকে তখন মাতা কত প্রকারে সেবা করেন! তখন পিতা-মাতাই সকল কার্য্যের সংস্থানকারী হন। খোদাতা'লা কেবল নিজ 'ফজল' বা বিশেষ অনুগ্রহে তাঁহার দুর্ব্বল সৃষ্টির তত্ত্বাবধানের জন্য এই দুইটি উপায় সৃষ্ট করিয়াছেন এবং স্বীয় প্রেমের জ্যোতিঃ হইতে এক কণিকা তাঁহাদের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছেন। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মাতাপিতার প্রেম সাময়িক এবং খোদাতা'লার প্রেম চিরস্থায়ী এবং মানব-হৃদয়ে আল্লাহ্‌তা'লার তরফ হইতে 'এল্‌কা' বা প্রেরণা প্রদত্ত না হওয়া পর্য্যন্ত কোন মানব, বন্ধুই হউক, বা সম-মর্য্যাদার লোকই হউক, বা কোন বাদশাহ্‌ই হউক, কাহারো প্রতি প্রেম করিতে পারে না। ইহা খোদাতা'লার পূর্ণ 'রবুবীয়তের' এক নিগূঢ় রহস্য যে, মাতাপিতা সন্তানগণকে এরূপ ভালবাসেন যে, তাহাদের অভাব অসুবিধা দূর করিবার জন্য সর্ব্ব-প্রকার দুঃখ বরণ করেন, এবং তাহাদের জীবন-রক্ষার জন্য প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত হন না।

অতএব 'আখলাকে-ফাজেলা'র পূর্ণতার জন্য আল্লাহ্‌তা'লা "রাব্বুন্‌-নাস্‌" শব্দ দ্বারা পিতামাতা এবং 'মুরশেদ' বা আধ্যাত্মিক গুরুর প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন যেন এই অস্থায়ী এবং জাহেরী কৃতজ্ঞতার ফলে প্রকৃত 'রাব' ও 'হাদী' বা প্রতিপালক ও পথ-প্রদর্শকের প্রতি কৃতজ্ঞতার ভাব সৃষ্টি হয়। এই রহস্য-ভেদের ইহা এক চাবি স্বরূপ যে, আল্লাহ্‌তালা এই সুরা শরীফকে 'রাব্বুন্‌-নাস্‌' দ্বারা আরম্ভ করিয়াছেন, 'এলাহিন্নাস' দ্বারা আরম্ভ করেন নাই। (আলহাকাম, ১০ ফেব্রুয়ারী, ১৯০০)।

পুরুষের গুণ ও স্ত্রীর কর্ত্তব্য

"পুরুষের উচিত স্ত্রীর হৃদয়ে একথা বদ্ধ-মূল করিয়া দেওয়া যে, তিনি 'দ্বীন' ও 'শরীয়ত'-বিরুদ্ধ কোন কাজ কখনো পসন্দ করিতে পারেন না, পক্ষান্তরে তিনি এরূপ উদ্ধত-প্রকৃতি এবং অত্যাচারীও নহেন যে, স্ত্রীর কোন ত্রুটীই তিনি উপেক্ষা করিতে পারেন না।

স্ত্রীর পক্ষে স্বামী আল্লাহ্‌তা'লার 'মজহর' বা প্রতিনিধি। হাদীসে আসিয়াছে যে, "আল্লাহ্‌তা'লা যদি আপন ছাড়া কাহাকেও 'সেজদা' (সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত) করিতে আদেশ করিতেন তবে স্ত্রীকে স্বামীর প্রতি সেজদা বা সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিতে আদেশ করিতেন।" অতএব পুরুষের মধ্যে 'জালালী' (প্রতাপ-ব্যঞ্জক) ও 'জামালী' (নম্রতা-ব্যঞ্জক) উভয় গুণই থাকা আবশ্যক। স্বামী যদি স্ত্রীকে এক স্তূপ ইট এক স্থান হইতে উঠাইয়া অন্য স্থানে রাখিতে বলেন তবু স্ত্রীর অধিকার নাই যে, তাহাতে আপত্তি করে।" (আল্‌হাকাম, ২৪শে ডিসেম্বর, ১৯০০)

ধর্ম্মের সেবায় রসনা ও লেখনী পরিচালনের প্রয়োজনীয়তা

"ফয়সলা বা সত্যাসত্যের মীমাংসা যদিও দোয়ার সাহায্যেই হইবে, কিন্তু ইহার অর্থ এই নয় যে, দলীল-প্রমাণাদি একেবারে বিসর্জ্জন দিতে হইবে। দলীল-প্রমাণের অস্ত্রকেও সমান সমান চালাইতে হইবে।...অতএব তোমাদের হস্ত ও কলমকে বিরত করা উচিত নহে। ইহাদের দ্বারা পুণ্য সাধন হয়। বর্ণনা ও রসনা দ্বারা যতটুক কাজ করিতে পারা যায় কর এবং ধর্ম্মের সাহায্য-কল্পে যে সকল কথা হৃদয়ে উদিত হয় তাহা পেশ করিয়া যাইতে থাক—কোন না কোন ব্যক্তি উপকৃত হইবে।" (আল্‌হাকাম, ১৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯০৪)

এপ্রিল ফুলের * অপকারিতা

"কোরান শরীফ মিথ্যাবাদীর প্রতি 'লা'নত' বা অভিশাপ বর্ষণ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, মিথ্যাবাদী শয়তানের বন্ধু ও বে-ইমান হয় এবং মিথ্যাবাদীর প্রতি শয়তান অবতীর্ণ হয়। কোরান শরীফ কেবল মিথ্যা বলিতেই যে নিষেধ করিতেছেন তাহা নহে, বরং মিথ্যাবাদীদের সংসর্গ ত্যাগ করিতে, তাহাদের সহিত বন্ধুত্ব না করিতে, খোদাতা'লাকে ভয় করিতে এবং সত্যবাদীর সংসর্গে থাকিতে আদেশ করিয়াছেন। অন্যত্র বলিয়াছেন, "যখন তোমরা কোন কাজ কর তখন কেবল সত্য কথাই বলিবে; হাসি-ঠাট্টা স্বরূপও মিথ্যা বলিবে না"। এখন বল, ইঞ্জিলে এরূপ শিক্ষা কোথায়? ইঞ্জিলে যদি এরূপ শিক্ষা থাকিত তবে খৃষ্টানদের মধ্যে "এপ্রিল ফুলের" ন্যায় জঘন্য প্রথা আজ পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকিত না। এক বার ভাবিয়া দেখ, "এপ্রিল ফুল" কত মন্দ প্রথা! ইহাতে বৃথা মিথ্যা বলা সভ্যতা মনে করা হয়। এই তো খৃষ্টান সভ্যতা ও ইঞ্জিলের শিক্ষা!" (নুরুল-কোরান, দ্বিতীয় ভাগ, পৃঃ ২১ ও ২২)।

রসুল করীমের পবিত্রতা

"আমাদের সৈয়দ ও মৌলা (অর্থাৎ নেতা ও বন্ধু) নবী-শ্রেষ্ঠ হজরত মুণিবর মোহাম্মদ মোস্তফার (সাঃ) 'তাক্‌ওয়া' বা ধর্ম্ম-নিষ্ঠার কথা এক বার ভাবিয়া দেখ। যে সকল সতী সাধ্বী রমণী তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিতে আসিতেন তিনি তাঁহাদের হাতে হাত না রাখিয়া তাঁহাদিগকে দূরে বসাইয়া কেবল মৌখিক ভাবে 'তৌবা' বা দীক্ষা-মন্ত্র পাঠ করাইতেন।" (নুরুল-কোরান, ২য় ভাগ. পৃঃ ৫০)।

'নিয়ত' বা উদ্দেশ্যের ফলাফল

"عاشروهن بالمعروف"—(অর্থাৎ, "স্ত্রীর প্রতি সদ্ব্যবহার কর")—কোরানের এই আদেশ পালন করিয়া এক ব্যক্তি পুণ্য অর্জ্জন করিতে পারে; পক্ষান্তরে লোককে দেখাইবার উদ্দেশ্যে নামাজ পড়িলেও পরিণাম "ويل" বা নরক হয়।"

তামাক বা ধুম-পানের অপকারিতা

এক ব্যক্তি আমেরিকা হইতে তামাকের বহু মারাত্মক অনিষ্ট বর্ণনা করিয়া এক বিজ্ঞাপন প্রকাশিত করে। হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) তাহা শ্রবণ করিয়া বলেন, ".....প্রকৃত কথা এই যে, তামাক এক ধূম মাত্র। উহা আভ্যন্তরীন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জন্য অনিষ্টকারক। ইসলাম 'লঘু' বা বৃথা কার্য্য নিষেধ করে এবং তামাকে অনিষ্টই হয়, অতএব ইহা বর্জ্জন করাই উচিত।" (আলহাকাম, ২৮ ফেব্রুয়ারী, ১৯০৩)।

প্রকৃত প্রেমের আদর্শ

"আমি দেখিয়াছি, একটি স্ত্রীলোক একটি পুরুষের প্রতি 'আশেক' (প্রেমিকা) ছিল। উভয়েরই বয়স ত্রিশ কি

* এপ্রিল মাসের প্রথম দিবস সমস্ত খৃষ্টান জগতে এক প্রকারের আমোদ-প্রমোদ করা হয়। উক্ত দিবস সকল বন্ধুবান্ধবকে মিথ্যা কথা দ্বারা প্রতারণা করিয়া মজা উড়ান হয়। আল্লাহ্‌ আমাদিগকে ইহার কুপ্রভাব হইতে রক্ষা করুক। আমীন।

পঁয়ত্রিশ ছিল। অথচ সেই স্ত্রীলোকটি সেই পুরুষটির গৃহ-দ্বারে পড়িয়া থাকিত। লোকে তাহাকে প্রস্তরাঘাতে রক্তাক্ত কলেবর করিয়া দিত এবং টানিয়া দূরে নিক্ষেপ করিত; কিন্তু সে পুনরায় তথায়ই আসিয়া পড়িত। আমি এই ঘটনা হইতে এই শিক্ষা করিলাম যে, বাস্তবিক ইহা প্রকৃত প্রেমের আদর্শ।" (আল-বদর,, ২০শে মার্চ্চ, ১৯০৩)।

সিলসিলায় দাখিল হইবার উপকারিতা

"যাহারা এই সিলসিলায় দাখেল হন তাহাদের সর্ব্ব-প্রধান 'ফায়দা' বা লাভ তো এই হয় যে, **আমি তাহাদের জন্য দোয়া করি।** দোয়া এরূপ জিনিষ যে, উহা শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ডকেও তরু-তাজা করিতে পারে এবং মৃতকে সঞ্জীবিত করিতে পারে। ইহাতে মহা মহা শক্তি নিহিত আছে। আল্লাহ্‌-তা'লার "কাজা-কদর" বা নিয়তের বিধানানুসারে, কোন ব্যক্তি যতই পাপে নিমজ্জিত হউক না দোয়া তাহাকে রক্ষা করিতে পারে।"

এস্তেগফারের মর্য্যাদা

"এস্তেগফার আধ্যাত্মিক উন্নতির চাবি স্বরূপ।" 'আলহাকাম,' ৫ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা)।

দোয়ার মর্য্যাদা

"দুনিয়ার অর্থ, রাজ্য ও প্রতাপ ঈর্ষার বিষয় নয়—ঈর্ষার বিষয় দোয়া।" ('আল্‌হাকাম', ৯ই জুন, ১৮৯৯ খৃঃ অব্দ)।

আহ্! অলীদাদ খাঁ

সত্যের তরে নূতন শহীদ

বিগত ২৬শে মার্চ্চ, ১৩৩৯ তারিখে আমাদের জনৈক ধর্ম্ম-প্রাণ ভ্রাতা—মৌলবী ওলীদাদ খান সাহেব শাহাদাতের মর্য্যাদা লাভ করিয়া স্বীয় প্রভুর সঙ্গে যাইয়া মিলিত হইয়াছেন।

তিনি এক দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া কাদীয়ান মাদ্রাসা আহমদীয়ার অধ্যয়ন করেন। তিনি অতি সরল প্রাণ, বিনয়ী ও সুশ্রী যুবক ছিলেন। হজরত আমিরুল-মোমেনীনের (আইঃ) নির্দ্দেশানুসারে তিনি চিকিৎসা-বিদ্যাও শিক্ষা করেন।

অতঃপর মোবাল্লেগ হইয়া স্বদেশে গমন করেন। স্বদেশে গমন করিয়া তবলীগ আরম্ভ করিলে বহু লোক তাঁহার ব্যবহার ও চরিত্রে মুগ্ধ হইয়া সিলসিলার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং দিন দিনই সে দেশে তাঁহার প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তাঁহার প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়াই তাঁহার চাচাজি আপন কন্যাকে তাঁহার নিকট আহমদী হওয়া সত্বেও বিবাহ দেন। বিবাহের কিছুকাল পরই চাচাজি পরলোক গমন করিলে তাঁহার স্ত্রীর ভ্রাতা তাঁহার কঠোর বিরুদ্ধাচরণ আরম্ভ করে, এমন কি তাঁহাকে কাতল করিবার ষড়যন্ত্র করে। তাঁহার একটি শিশু সন্তান জন্মিয়াছিল। প্রথমতঃ সেই পাষণ্ড দুই তিন দিন পূর্ব্বে সেই শিশুটিকে অর্থাৎ আপন ভাগিনেয়কে নিজ ভগ্নির সম্মুখে নিষ্ঠুর ভাবে জবেহ করে। তখন তিনি তথায় ছিলেন না। অতঃপর গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে হটাৎ অতর্কিত ও অপ্রস্তুত অবস্থায় পরস্পর তিনটি গুলি করিয়া সেই পাষণ্ড তাঁহাকে কাতল করে। তিন দিন পর্য্যন্ত তাঁহার লাশ বা মৃত দেহ ময়দানে পড়িয়া থাকে। অতপর কোথায় নিক্ষেপ করে তাহা বলা যায় না।

তাঁহার এই শাহাদতে আমাদের দুঃখ করিবার কিছু নাই, বরং সিলসিলার পক্ষে ইহা এক মহা গৌরবের বিষয় যে, এই বিংশ শতাব্দীর জড়বাদ ও নাস্তিকতার যুগেও আজ হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) তুফায়েলে (আশীষে) জগতে এরূপ যুবকের আবির্ভাব হইয়াছে যাঁহারা ধর্ম্মের জন্য, ইমানের জন্য, সত্যের জন্য অকাতরে ও অম্লান বদনে ধন, মান ও প্রাণ বিলাইয়া দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন ও হইতেছেন। আহ্‌মদীয়া সিলসিলার ইতিহাসে এইরূপ শাহাদত আজ নূতন নহে। খোদাতা'লার ফজলে সীমান্ত ও আফগানিস্তানের পাঠান জাতিদের মধ্যে একে একে ছয়টি মহা প্রাণ সত্যের তরে, ইমানের তরে, এইরূপে আত্ম-বলি

দান করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য দেশেও আরো কত ধর্ম্ম-প্রাণ ও বীর-হৃদয় যুবক-বৃদ্ধ যে, সত্যের জন্য ও ধর্ম্মের জন্য কারাবরণ ও অমানুষিক অত্যাচার উৎপীড়ন বরণ করিয়াছেন তাহার তো ইয়ত্তাই নাই। অতএব দুঃখের বিষয় তো কিছুই নহে, বরং গৌরব ও আনন্দের বিষয় যে, আমাদেরই আর একটি যুবক ভ্রাতা ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দিবার মতো মহা প্রাণের পরিচয় দিয়াছেন—শাহাদতের রক্ত সিঞ্চন দ্বারা সত্যের বৃক্ষকে সঞ্জীবিত করিয়া গিয়াছেন।

মৃত্যু তো মানুষের আছেই। এক দিন আগে-পিছে সকলকেই মরিতে হইবে। তবে মানুষ মরে মেলেরিয়ায়, কলেরায়, জলে ডুবিয়া, আগুণে পুড়িয়া, ইত্যাদি আরো কত ব্যাধি-গ্রস্ত হইয়া ও দৈব-দুর্ব্বিপাকে পড়িয়া; আর শহীদ মৃত্যুকে বরণ করেন স্বেচ্ছায়, সৌৎসাহে, মনের আনন্দে, ও চিত্তের প্রফুল্লতায়,—মৃত্যু ভয় তাঁহাকে স্পর্শ করে না, মৃত্যু যন্ত্রণা তিনি ভোগ করেন না, প্রেমাস্পদের মিলনেচ্ছা তাঁহাকে মৃত্যুঞ্জয় করে। তাই খোদাতা'লা বলিতেছেন,—"তাঁহাদিগকে মৃত বলিও না, বরং তাঁহারা জীবিত"।

বস্তুতঃ শহীদ মরেন না। কারণ মৃত্যু-কালে তাঁহার মনে ভয় বিষাদের পরিবর্ত্তে আনন্দ ও শান্তি বিরাজ করে, এবং এই অবস্থাকে মৃত্যু বলা চলে না। দ্বিতীয়তঃ ত্যাগের ও ধর্ম-প্রেমের মহান আদর্শ কায়েম করিয়া তিনি জগতে চিরস্মরণীয় হইয়া যান। তাঁহার আদর্শে আরো বহু ধর্ম্মপ্রাণ লোক ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দিতে অগ্রসর হন। এইরূপে তিনি আরো বহু লোককে আধ্যাত্মিকভাবে সঞ্জীবিত করেন। তৃতীয়তঃ কেবল আল্লাহ্‌র জন্য তিনি এরূপ সহাস্য-বদনে মৃত্যু বরণ করেন বলিয়া পরকালেও তিনি মহা পুরস্কারের অধিকারী হন। আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহার সমস্ত দোষ ত্রুটি ভুলিয়া গিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করেন। আল্লাহ্‌তা'লা বলেন,

"তাঁহাদের সর্ব্ব দোষ-ত্রুটি মার্জ্জনা করা হইবে এবং তাঁহারা মহা পুরস্কারের ভাগী হইবেন।"

তাঁহার এই শাহাদতের ঘটনায় জালেমের অমানুষিক ও পশুচিত ব্যবহারে, নির্দ্দোষ শিশুটির হত্যায়, অপ্রস্তুত অবস্থায় তাঁহার প্রতি গুলি বর্ষিত হওয়ায় ও তাঁহার লাশ তিন দিন ময়দানে পড়িয়া থাকায় আমাদের মনে ব্যথা হয় বটে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনে এই আনন্দেরও সঞ্চার হয় যে, আমাদেরই আর এক ভাই শাহাদতের তাজ মাথায় পরিয়া আহমদীয়তকে গৌরব-মণ্ডিত করিলেন ও হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) সত্যতার আর এক জলন্ত নিদর্শন পেশ করিলেন। আল্‌হামদুলিল্লাহ্‌। আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহাকে ইহ-পরকালে গৌরবান্বিত করুন, এ জগতেও তাঁহাকে চির-স্মরণীয় করুন এবং পর-জগতেও তাঁহাকে উচ্চ মর্য্যাদায় ভূষিত করুন—এবং তাঁহার পুণ্য-স্মৃতি চির-জাগ্রত থাকিয়া আমাদের যুবকদের মধ্যে ত্যাগের প্রেরণা ও তাঁহার দেশবাসীর অন্তরে সত্যের প্রেরণা সৃষ্টি করুক—আমীন, সুম্মা আমীন।

পুণ্য সঞ্চয়ের সুবর্ণ সুযোগ!

স্বয়ং 'আহমদীর' গ্রাহক হউন ও গ্রাহক সংগ্রহ করুন!!

অভ্যর্থনা ও অভিভাষণ

হজরত আমিরুল-মোমেনীন খলিফা তুল-মসিহ্ সানির (আইঃ) পক্ষ হইতে

মক্কাশরীফের ভাইস্‌রয়—His Rayal Highness আমীর ফয়সাল ও ইরাকের ভূতপূর্ব্ব ওজির-আজম—His Excellency তৌফিক বে আস্থয়েদী ওঅন্যান্য আরব প্রতিনিধিগণের প্রতি

বিগত সংখ্যা আহমদীতে প্রকাশিত হইয়াছে যে, পেলেষ্টাইন সমস্যার সমাধান কল্পে লণ্ডনে যে কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন হয় তাহাতে সমস্ত আরবদেশের প্রতিনিধিগণ যোগদান করেন এবং লণ্ডন আহ্‌মদীয়া মজিদের ইমাম মৌলানা জালাল উদ্দীন শামস্ সাহেব, মৌলবী-ফাজেল, মক্কা শরীফের ভাইসরয়—হিজ রয়েল হাইনেস আমীর ফয়সল ও ইরাকের ভূতপূর্ব্ব ওজির-আজম—হিজ একসেলেন্সি তৌফিক বে আস্থয়েদী প্রমুখ আরব প্রতিনিধি-গণকে লণ্ডন আহমদীয়া মসজিদে এক টি-পার্টি প্রদান করেন। উক্ত টি-পার্টিতে জোনাব মৌলানা শামস্ সাহেব আরব প্রতিনিধি-গণের প্রতি হজরত আমীরুল-মোমেনীনের (আঃ) অভ্যর্থনা-বাণী ও এক অভিভাষণ যাহা কাদিয়ান হইতে তার-যোগে প্রেরণ করা হইয়াছিল পাঠ করিয়া শুনান। নিম্নে তাহার অনুবাদ প্রদত্ত হইল :—

অভ্যর্থনা

"হিজ রয়েল হাইনেস আমীর ফয়সল এবং পেলেষ্টাইন কন্‌ফারেন্সের ডেলিগেটগণকে আমার পক্ষ হইতে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করুন এবং তঁহাদিগকে বলিয়া দিন যে, আহমদীয়া সিলসিলা সম্পূর্ণরূপে তাঁহাদের সাথে আছেন এবং প্রার্থনা করিতেছেন যেন আল্লাহ্‌তালা তাঁহাদিগকে সফলতা দান করেন এবং সকল আরব রাজ্যসমূহকে উন্নতি পথে সাহায্য করেন এবং তাঁহাদিগকে মোসলেম-জগতের সেই নেতৃত্ব প্রদান করেন যাহার অধিকারী তাঁহারা ইসলামের প্রাথমিক যুগে ছিলেন।"

অভিভাষণ

"সমস্ত জগতের আহমদীবৃন্দ—তাঁহারা আমেরিকাতেই হউন বা আফ্রিকাতেই হউন প্রতীচ্যেই হউন বা পাশ্চাত্যেই হউন, Your Royal Highenss, Your Excellency এবং অন্যান্য মাননীয় অতিথিবর্গকে অভ্যর্থনা করিতেছেন।

আরব দেশ-সমূহের নেতৃবৃন্দের প্রতি সমস্ত জগতের মোসলমানগণ যে ভক্তি ও সম্মান পোষণ করেন তাহা বলা বাহুল্য। Your Royal Higness মক্কার ভাইসরয় বটেন এবং মক্কা নগরীতে কা'বা শরীফ বিদ্যমান—যাহা চিরকালের জন্য হজ্জের বা তীর্থ করার স্থান। কোরান করীমে এই ভবিষ্যদ্বাণী আছে যে, কা'বা-শরীফ কখনো এরূপ লোকের হস্তগত হইবে না যাহারা ইহার পবিত্র মর্য্যাদা উপলব্ধি করিবে না। বিগত তের শত বৎসর এই ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা সপ্রমাণ করিয়া আসিতেছে।

কা'বা-শরীফের খাদেম বা সেবক হওয়ার সম্মান-লাভ এত বড় এক সৌভাগ্য যে, উহার জন্য Your Royal হাইনেস্ ও আপনার মাননীয় পিতা যতই গৌরব প্রকাশ করেন, তাহা অতি অল্প। এই ধর্ম্ম-সম্পর্ক প্রত্যেক মোসলমানের হৃদয়ে হেজাজের কৃতকার্য্যতা, উন্নতি ও মঙ্গলের জন্য ঐকান্তিক আগ্রহ সৃষ্টি করিয়াছে।

His Magesty শাহ্ সাউদী ইতি-পূর্ব্বেই স্বদেশে ধর্ম্ম-মতের স্বাধীনতা ইত্যাদি প্রদান করিয়া কতিপয় সংস্কার সাধন করিয়াছেন এবং সকলেই শুনিয়া সুখী হইবেন যে, হেজাজে ধর্ম্ম-বৈষম্যের কারণে কোন দণ্ড প্রদান করা হয় না।

Your Excellncy তৌফিক বে অস্থয়েদী! আপনিও নিজ রাজনৈতিক বিচক্ষণতার জন্য যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। আপনি বাগদাদ হইতে আগমন করিয়াছেন। এই বাগদাদ শহর শত শত বর্ষ ব্যাপিয়া ইসলামের কাল্‌চার

ও সভ্যতার আলো বিকীরণ করিয়াছে। আপনার দেশের প্রাচীন স্মৃতি-চিহ্ন-সমূহ আজও জগতে আব্বাসীয়া রাজত্বের 'শৌকত' ও তৎকালীন মোসলমানদের গৌরবের স্মৃতি জাগরূক রাখিয়াছে। আমরা সকলে প্রার্থনা করিতেছি যেন, আল্লাহ্‌-তা'লা আপনার সহায় হন এবং আপনি ও আপনার সহকর্ম্মীগণ নিজ দেশের পূর্ব্ব গৌরব ও যশ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হন।

এমেনের সম্ভ্রান্ত ভ্রাতৃবৃন্দ! আমি আপনাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করিতেছি। হেজাজের পর এমেনই সর্ব্ব-প্রথম ইসলাম গ্রহণ করে। আল্লাহ্‌তা'লার নিকট দোয়া করিতেছি, তিনি আপনাদিগকেও কৃতকার্য্যতা ও সফলতা প্রদান করুন—আমিন। কতিপয় ভ্রাতা কোন বিশেষ অসুবিধার কারণে উপস্থিত হইতে পারেন নাই, তাঁহাদের পক্ষেও আমি এই প্রার্থনাই করিতেছি।

অতঃপর আমি পেলেষ্টাইনের অতিথিগণকে অভ্যর্থনা করিতেছি। পেলেষ্টাইনের ভবিষ্যত মঙ্গল কামনা করিয়াই আজকের আমাদের মাননীয় ও সম্ভ্রান্ত অতিথিবৃন্দ দূরদূরান্তর হইতে এখানে আগমন করিয়াছেন। আমি জামাল আফেন্দী হুসায়নী আইয়ুতী বে আবদুল হাদী এবং তাঁহার বন্ধুগণকে নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি যে, সমস্ত জগতের মোসলমানগণ সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহাদের মঙ্গল আকাঙ্খা করিতেছেন এবং পেলেষ্টাইন সমস্যার সুসমাধান কামনা করিতেছেন—এরূপ সমাধান যাহা আপনাদের পক্ষে পূর্ণ শান্তি ও সন্তুষ্টির কারণ হইবে। আপনাদের দাবী-সমূহ সম্পূর্ণ ন্যায্য ও যুক্তি-সঙ্গত এবং আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, ব্রিটিশ 'মুদাব্বের' বা চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ ন্যায় ও শান্তির খাতিরে আপনাদের দাবীসমূহ সন্তোষজনক ভাবে পূর্ণ করিবার জন্য উপায় অবলম্বন করিবেন এবং এইরূপে সমস্ত মোসলেম-জগতের বন্ধুত্ব লাভ করিতে সক্ষম হইবেন। আমি আপনাদের প্রচেষ্টার সন্তোষজনক ফল ও আপনাদের নিরাপদে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন কামনা করিয়া এই অভিভাষণ শেষ করিতেছি।"

অভিভাষণের প্রত্যুত্তর

হিজ্‌ রয়েল হাইনেস আমীর ফয়সলের পক্ষ হইতে

"আমরা এখানে আসিয়া বড়ই আনন্দ উপভোগ করিলাম। আমাদের প্রতি যে প্রণয় ও ভালবাসা প্রকাশ করা হইয়াছে তাহা বাস্তবিকই যথার্থ। কারণ সমস্ত জগতের মোসলমানগণ এক সুদৃঢ় ও সুমাহান 'এমারত' বা সৌধ স্বরূপ। ইহার এক ইষ্টকে আঘাত লাগিলেও অবশিষ্ট সকলের হৃদয় দুঃখিত ও ব্যথিত না হইয়া পারে না। পরস্পরকে সাহায্য করিবার জন্য ও শত্রু-হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য সমস্ত মোসলেম জগতের মধ্যে ঐক্য ও ভ্রাতৃভাব বৃদ্ধি করা উচিত।

অতঃপর তিনি সকল আরব প্রনিধিগণের পক্ষ হইতে দ্বিতীয়বার ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও আনন্দ প্রকাশ করেন এবং বলেন, "আমরা দোয়া করি, আল্লাহ্‌তা'লা আপনাদিগকে অধিকতর ইসলাম-সেবা করিবার এবং ইংরাজ মোসলমানগণকে 'দ্বীন' ও কোরান শিখাইবার তৌফিক দিন—আমীন।"

আহমদীর গ্রাহকগণের প্রতি

আহমদীর গ্রাহকগণের খেদমতে নিবেদন এই যে, যাঁহাদের বার্ষিক চাঁদা এখনো বাকী আছে তাঁহারা সত্বর নিজ নিজ চাঁদা আদায় করিয়া বাধিত করিবেন এবং ভি, পি, করাইয়া নিজেও ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন না এবং আমাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবেন না।

ম্যানেজার, আহমদী

জমাতে শিক্ষা-বিস্তার

প্রত্যেক আহমদী নরনারীকে শিক্ষিত হইতে হইবে

বই পড়া ছাড়া কোন না কোন ব্যবসাও শিক্ষা করিতে হইবে

অনুন্নত জাতিদের শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা করিতে হইবে

[হজরত আমীরুল-মোমেনীন খলিফাতুল-মসিহ সানির (আইঃ)
২১শে এপ্রিল তারিখের খোৎবার সার মর্ম্ম]

"খোদ্দামুল-আহমদীয়া" সম্বন্ধে আমি যে সকল খোৎবা পাঠ করিয়াছি তন্মধ্যে একটি কথা আমি এই বলিয়াছি যে, **শিক্ষাকে জন-সাধারণের মধ্যে বিস্তার করিতে হইবে।** এ সম্পর্কে আমি খোদ্দামুল-আহমদীয়াকে কিছুকাল পূর্ব্বে কতিপয় উপদেশও দিয়াছিলাম এবং আমাকে জানান হইয়াছে যে, কাদিয়ানের দুইটি মহল্লায় কার্য্যারম্ভ করা হইয়াছে। কিন্তু আমার ইচ্ছা, এই কার্য্য সমস্ত কাদিয়ানে ব্যাপকভাবে আরম্ভ করা। দুইটি মহল্লায় দুই মাস কাজ করায় খোদ্দামুল-আহমদীয়ার এ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ হইয়া থাকিবে। এতদ্ব্যতীত কাদিয়ানে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা এত অধিক যে, এখানে আমাদের পক্ষে সমস্ত অশিক্ষিত লোকের শিক্ষার বন্দোবস্ত করা কোন কঠিন কাজ নয়। যেখানে শিক্ষকের সংখ্যা কম এবং শিক্ষার্থীর সংখ্যা অধিক সেখানেই কাজ কঠিন হয়। কিন্তু এখানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা শিক্ষকের সংখ্যার দশ ভাগের এক ভাগ। এখানে এক এক জন অশিক্ষিত আহমদীকে শিক্ষা দানের জন্য ৯ জন শিক্ষক বিদ্যমান। শিক্ষা-দান কার্য্যে অনভিজ্ঞ বালক ও যুবকদিগকে বাদ দিলেও জন-প্রতি এক জন শিক্ষক থাকিয়া যাইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই কার্য্যারম্ভে বিলম্বের কারণ শুধু এই হইতে পারে যে, যে মহল্লার হাতে এই কার্য্য সপর্দ্দ করা হইবে সেই মহল্লার লোকের এই কার্য্যে অভিজ্ঞতার অভাব। কিন্তু বর্ত্তমানে খোদ্দামুল-আহমদীয়ার পক্ষে বিগত দুই তিন মাসের অভিজ্ঞতা এই কার্য্যের জন্য যথেষ্ট হইবে। অতএব এখন আর এই কার্য্যে বিলম্ব করার কোন হেতু নাই।

অতএব অদ্য আমি ঘোষণা করিতেছি যে, কাদিয়ানের সকল মহল্লায় একই সময়ে কার্য্যারম্ভের জন্য "খোদ্দামুল-আহমদীয়া" আমার সম্মুখে এক স্কিম পেশ করুক। আমি পূর্ব্বেও বলিয়াছি যে, **'শিক্ষা' দ্বারা আমি বুঝি :—**

(১) **কোরান পাঠ করিতে পারা।**

(২) **উর্দ্দু লিখিতে ও পড়িতে পারা।**

(৩) **এবং নিজ নাম দস্তখত করিতে পারা—অর্থাৎ অল্পবিস্তর লিখিতে সক্ষম হওয়া।** এবং ইহা কোন কঠিন কাজ নয়।

খোদ্দামুল-আহমদীয়ার ন্যায় লজ্‌নাকেও (নারী-সমিতিকেও) আমি উপদেশ দিতেছি যেন তাঁহারা মেয়ে-মহলে এই স্কীম প্রচলন করেন এবং চেষ্টা করেন যেন প্রত্যেক স্ত্রীলোক লেখা-পড়া শিখিতে পারে। এই কার্য্যে যে প্রকার সাহায্যেরই আবশ্যক তাহার বন্দোবস্ত আমরা করিব। এখানে স্ত্রীলোকের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার এত অধিক যে, অশিক্ষিত মেয়েলোকদিগকে পড়াইবার জন্য পুরুষের সাহায্যের আবশ্যক হইবে না। অবশ্য এন্তেজামের দিক দিয়া সাহায্যের আবশ্যক হইতে পারে এবং তাহার বন্দোবস্ত আমরা করিব। শিক্ষাদানের জন্যও যদি সাহায্যের আবশ্যক হয় তবে এরূপ বয়স্ক এবং বিশ্বাস-যোগ্য লোকেরও বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে যাঁহারা পর্দ্দার আড়ালে থাকিয়া শিক্ষা দিতে পারিবেন। কিন্তু আমার বিশ্বাস ইহার আবশ্যক হইবে না।

অতএব আমি খোদ্দামুল-আহমদীয়াকে বলিতেছি যে, তাহারা এরূপ স্কীম উদ্ভাবন করুক যাহার সাহায্যে তিনমাস মধ্যে সমস্ত পুরুষকে শিক্ষা দানের কার্য্য পূর্ণ করা যায় (খোদ্দামুল-আহমদীয়া চিন্তা-ভাবনার পর ছয় মাসের সময় নির্দ্ধারিত করিয়াছে) এবং খোদ্দামুল-আহমদীয়া স্কীম পেশ করিয়াছে। জাজাহুমুল্লাহ্ আহসানুল-জাজা। এপ্রিল মাসের অবশিষ্ট দিনগুলি যদি তৈয়ারীর জন্য ধরা যায় তবু মে, জুন, জুলাই এই তিন মাস সময় কাজের জন্য হইতে পারে। খোদ্দামুল-আহমদীয়া আমাকে বলুক ১লা আগষ্ট তারিখে যেন কাদিয়ানে কোন পুরুষ বা স্ত্রীলোক অশিক্ষিত না থাকে তজ্জন্য কোন চেষ্টা করা যায় কি না। (এখন ১লা নবেম্বর শেষ তারিখ নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে)।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, স্ত্রীলোকদের শিক্ষার দায়িত্ব খোদ্দামুল-আহমদীয়ার উপর নহে, বরং লজনার উপর। খোদ্দামুল-আহমদীয়ার উপর সকল পুরুষ এবং দশ বৎসর হইতে উর্দ্ধ বয়সের সকল বালকের দায়িত্ব। তাহাদের চেষ্টা করা উচিত যেন ১লা আগষ্ট (এখন ১লা নবেম্বর) কোন পুরুষ বা দশ বৎসর বয়স্ক বালক অশিক্ষিত না থাকে। ১লা আগষ্ট (এখন ১লা মে) আমরা কাদিয়ানের সাধারণের পরীক্ষা লইব এবং আমি স্বয়ং সেই পরীক্ষার তত্ত্বাবধান করিব। আগষ্ট (এখন নবেম্বর) মাসের প্রথম সপ্তাহে পর্য্যায়ক্রমে সকলেরই পরীক্ষা হইবে এবং তাহাদের প্রমাণ করিতে হইবে যে, এখানে কেহই অশিক্ষিত নাই। কতিপয় লোক হয়তো উক্ত সময় মধ্যে লেখা-পড়া শিখিতে সক্ষম হইবে না, তাহাদিগকে আমরা অনুরোধ জানাইব যেন তাহারা পনর বিশ দিন বা একমাস নিজ নিজ কাজ ছাড়িয়া লেখাপড়ায় রত থাকে। লেখাপড়া শিক্ষা করিবার জন্য ইহা কোন বড় কোরবানী নয়, বরং ইহা অতি ফায়দার বিষয়। কোরবানী তো প্রকৃত পক্ষে শিক্ষাদানকারীগণের পক্ষে হইবে। শিক্ষার্থীগণের তো নিজেদেরই ফায়দা।

অতএব যাহারা মনে করেন যে, এই কাল মধ্যে লেখাপড়া শিক্ষা করিতে সক্ষম হইবেন না তাহারা এই কার্য্যের জন্য কিছু সময় উৎসর্গ করুক এবং তৎকালে অন্য কোন কাজ না করুক। এই কার্য্যে আমার তাড়াতাড়ি করিবার কারণ এই যে, আমার ইচ্ছা, কাদিয়ানে কাজ শেষ করিয়া গ্রামের দিকে অগ্রসর হওয়া। গ্রামে কাজ অধিক কঠিন হইতে পারে, কারণ তথায় শীক্ষার্থীর সংখ্যা অধিক হইবে এবং শিক্ষকের সংখ্যা কম হইবে। সুতরাং কাদিয়ান হইতে শিক্ষক পাঠাইয়া তথায় শিক্ষা-বিস্তারের বন্দোবস্ত করিতে হইবে। দুই বৎসরেও যদি আমরা এই কার্য্যে কৃতকার্য্য হই এবং ইতিমধ্যে যাহারা আহমদী হইয়াছেন তাহাদের মধ্যে কেহ অশিক্ষিত না থাকে তবে ইহা এরূপ এক মহা কাজ হইবে যে, ভারতে ইহার তুলনা পাওয়া যাইবে না।

আজকাল ভারতে সর্ব্ব-সাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের আলোচনা হইতেছে এবং কংগ্রেস ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানও ইহার প্রতি মনোযোগী হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে আমাদের জমাত শিক্ষার দিক দিয়া সকলের উপরে ছিল। কিন্তু আজকাল অন্যান্য লোকও শিক্ষা বিস্তারের জন্য খুব চেষ্টা করিতেছে। অতএব বর্ত্তমানে অন্যান্য লোক আমাদের আগে চলিয়া যাওয়ার এবং যে মর্য্যাদা খোদাতা'লা আমাদিগকে বৎসরাবধি দান করিয়া আসিয়াছেন তাহা আমাদিগ হইতে ছিনাইয়া নেওয়ার আশঙ্কা আছে। আমার ইচ্ছা এই ব্যাপারেও আমরা অপর হইতে আগে থাকি।

কয়েক বৎসর হইল আমি অনুসন্ধান করাইয়া জানিতে পারিয়াছিলাম যে কাদিয়ানে লেখাপড়া করিবার উপযুক্ত বালিকাদের মধ্যে শতকরা এক শ' জনই লেখাপড়া করিতে পারে। কিন্তু আজকাল বাহির হইতে লোক আসিয়া এখানে বসতি করায় অশিক্ষিত বালিকাও বিদ্যমান আছে। পূর্ব্বে এখানে শতকরা ৮৬ জন পুরুষ শিক্ষিত ছিল, কিন্তু এখন শতকরা ৯০ জন শিক্ষিত। অর্থাৎ পুরুষের শিক্ষার দিক দিয়া আমরা উন্নতি করিয়াছি, কিন্তু বালিকাদের শিক্ষার দিক দিয়া আমাদের অবনতি হইয়াছে। পূর্ব্বে এখানে কোন অশিক্ষিত বালিকা ছিল না, কিন্তু এখন আছে। অতএব এখন আমার ইচ্ছা এই যে, আমরা বালিকা ও পুরুষ উভয়ের শিক্ষার প্রতিই মনোনিবেশ করিয়া চেষ্টা করি যেন আমাদের মধ্যে শতকরা এক শ' জনই শিক্ষিত হয়।

ইতিপূর্ব্বে ভারতে অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে শত করা মাত্র দশ, পনর বা বিশ জন শিক্ষিত ছিল। আজকাল অন্যান্য লোকগণও শিক্ষার প্রতি বিশেষ মনোনিবেশ করিতেছে। এখন অন্যান্য লোকগণ যদি শতকরা এক শ' জন শিক্ষিত হইয়া যায় এবং আমরা শতকরা আশি নব্বই থাকিয়া যাই তবে ইহা কত আক্ষেপজনক ব্যাপার হইবে! মোমেনের ভিতরে আল্লাতা'লা যে 'গয়রত' বা আত্ম-মর্য্যাদার অনুভূতি রাখিয়াছেন তদনুসারে আমাদের শতকরা এক শ' জন শিক্ষিত হওয়ার আহ্বানে পূর্ব্বের ন্যায় প্রথম স্থানেই থাকা উচিত এবং চেষ্টা করা উচিত যেন অন্যান্য জাতি আমাদের আগে যাইতে না পারে। লেখা-পড়া-অজানা লোকগণ স্বয়ং আমাদিগকে সাহায্য না করিলে আমরা এই ব্যাপারে কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারিব না। তাহারা স্বয়ং শৈথিল্য করিলে ইহার আর কোন প্রতিকার হইতে পারে না। খোৎবায় এই বিষয়ের আপিল করিবার প্রয়োজন আমি এই জন্য অনুভব করিয়াছি যেন, সকল বন্ধুই অবগত হইতে পারেন যে, শিক্ষা-বিস্তারের প্রচেষ্টায়ও আমাদের পূর্ব্ব-স্থান কায়েম রাখিতে আমাদের চেষ্টা করা উচিত এবং আরো চেষ্টা করা উচিত যেন সর্ব্ব-ভারতে আমরাই সর্ব্বপ্রথম জাতি হই যাহাদের মধ্যে শতকরা এক শ' জন শিক্ষিত।

ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, আমাদের জমাত হইল তবলীগী বা প্রচারক জমাত। অন্যান্য জাতির মধ্যে একবার শতকরা এক শ' জন শিক্ষিত হইলে তাহাদের মধ্যে আর নূতন অশিক্ষিত লোক আসিবে না; ভবিষ্যতে তাহাদিগকে কেবল বালক-বালিকাদিগের শিক্ষার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। কিন্তু আমাদের মধ্যে সর্ব্বদাই নূতন লোক প্রবেশ করিতে থাকিবেন। অন্যান্য জাতি একবার শতকরা এক শ' জন শিক্ষিত হইলে তাহাদের পক্ষে সেই standard বা আদর্শ কায়েম রাখা সহজ হইবে। পক্ষান্তরে আমাদের মধ্যে সর্ব্বদাই যে সকল নূতন নূতন লেখাপড়া-না-জানা লোক আসিবেন তাঁহাদের জন্য সর্ব্বদাই শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। যাহা-হউক ইহাতে আমাদের উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত নহে; কারণ খোদাতা'লার ফজলে আমাদের জমাতে যে কর্ম্ম-শক্তি আছে—তাহাতে যদিও আমরা সন্তুষ্ট থাকিতে পারি না, তথাপি তাহা অন্যান্য জাতি হইতে অনেক অধিক। এরূপ অবস্থায় এই বোঝ বহন করা আমাদের পক্ষে অসাধ্য নয়।

এই কার্য্যে জমাতের **অন্যান্য অভিজ্ঞ লোকগণ হইতে সাহায্য গ্রহণ করা যাইতে পারে।** যদিও খোদ্দামুল-আহমদীয়া কর্ত্তৃক এই কার্য্য আরব্ধ হওয়ায় খোদ্দামুল-আহমদীয়া কর্ত্তৃকই ইহা সমাপ্ত হওয়া আমি পছন্দ করি, তথাপি অভিজ্ঞ লোকদের উচিত যে, তাহাদিগকে সাহায্য করেন। বিভিন্ন এলাকা বিভিন্ন লোকদের হস্তে সর্পদ্দ করা উচিত। যথা মসজিদ-মোবারক ও মসজিদ-আকসার এলাকা মাদ্রাসা-আহমদীয়ার হেড্‌মাষ্টার মীর মোহাম্মদ ইসহাক সাহেবের হস্তে সর্পদ্দ করা যাইতে পারে। তিনি এই কার্য্যে অত্যন্ত উৎসাহ রাখেন এবং কয়েকবার এ সম্বন্ধে আমার সহিত বাক্যালাপও করিয়াছেন।

এইরূপে কোন কোন এলাকা মৌলবী আবুল-আতা সাহেবের হস্তে সর্পদ্দ করা যাইতে পারে। অন্যান্য অভিজ্ঞ লোকদের হস্তেও বিভিন্ন সার্কল করিয়া কার্য্য সর্পদ্দ করিলে এই কার্য্য অনায়াসে সাধিত হইতে পারে।

এতদ্ব্যতীত আর একটি বিষয় আমার খেয়ালে আছে। আমার মতে কেবল লেখা-পড়া যথেষ্ট নহে, বরং "আমলী তালীম" বা ব্যবহারিক জ্ঞান অধিকতর প্রয়োজনীয়। এই জন্যই আমি তাহ্‌রিক-জদীদে এ বিষয়ের প্রতি জোর দিয়াছি, যেন কোন ব্যক্তি 'বে হুনার' বা পেশা-ছাড়া না থাকে, প্রত্যেক আহমদীরই যেন কোন না কোন ব্যবসা জানা থাকে। অতএব আমি কেবল মৌখিক শিক্ষার উপরই শেষ করিব না, বরং **চেষ্টা করিব যেন প্রত্যেক আহমদীই কোন না কোন পেশা অবগত থাকে—কেহ সূত্রধরের কাজ, কেহ কর্ম্মকারের কাজ, কেহ চর্ম্মকারের কাজ, কেহ তাঁতের কাজ এবং কেহ রাজ বা গৃহ নির্ম্মানের কাজ—মোট কথা প্রত্যেক ব্যক্তিই যেন কোন না কোন পেশা বা বিদ্যা জানে।**

এইরূপ আরো কতিপয় বিষয় আছে যাহা ব্যবহারিক জীবনে কাজে আসে। তাহাও শিক্ষা করা উচিত। সে গুলিকে আমি খেলা মনে করি না বরং কাজই মনে করি। যথা—ঘোড়ায় চড়া, সাঁতার কাটা, নৌকা চালান, তীর নিক্ষেপ ইত্যাদি। প্রত্যেক আহমদীরই উপরোক্ত বিষয় সমূহের কোন না কোন বিষয় এবং সম্ভব হইলে সকল বিষয়ই শিক্ষা করা উচিত।

হজরত খলিফাতুল-মসিহ আওয়াল কয়েকবারই এই ঘটনা শুনাইয়াছেন এবং তাঁহার নিকট হইতে শুনিয়া আমিও কয়েকবার শুনাইয়াছি যে, হজরত ইসমাইল শহীদ একবার তদীয় পীর হজরত সৈয়দ আহমদ বেরলবী সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে যাইতে ছিলেন। পীর সাহেব শিখদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য আফগানিস্থানের সীমান্তে লাড়াইয়ের আয়োজন করিতেছিলেন। তিনি অটক পর্য্যন্ত পৌছিলে জানিতে পারিলেন যে, তথায় এক শিখের সঙ্গে কেহ সাঁতার কাটায় মোকাবেলা করিতে পারে না। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন মোসলমানও মোকাবেলা করিতে পারে কি না।" উত্তরে জানিতে পারিলেন যে, কোন মোসলমানও তাহার মোকাবেলা করিতে পারে না। তিনি এক নেহায়ত জরুরী কার্য্যে যাইতেছিলেন। তথাপি এই কথা শুনিয়া তথায় থামিয়া গেলেন এবং সাঁতার কাটার অভ্যাস করতঃ সেই শিখের সঙ্গে মোকাবেলা (প্রতিযোগীতা) করিয়া তাহাকে পরাস্ত করিলেন এবং তৎপর সম্মুখে অগ্রসর হইলেন।

ইহাই ইমানের 'গয়রত'। পূর্ব্বকার মোসলমানগণ ইহা সহ্য করিতে পারিতেন না যে, কোন ব্যক্তি যে কোন বিদ্যায় তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া যাইবে। কিন্তু আজকাল অবস্থা এইরূপ যে, মোসলমান কাহাকেও আগে বাড়িতে দেখিলে গয়রত দেখাইবার পরিবর্ত্তে "তাহাতে আমার কি"

বলিয়া কাঁধ নাড়িতে নাড়িতে চলিয়া যায়। কিন্তু মোমেনের এই গয়রত থাকা উচিত যে, কোন বিদ্যায়ই যেন কেহ তাহার আগে যাইতে না পারে।

অতএব প্রত্যেক আহমদীর কোন না কোন বিদ্যা বা পেশা শিক্ষা করা উচিত। **জমাতের ব্যবসা-জ্ঞ লোকগণ কে কতটুক নিজ নিজ ব্যবসা অন্যকে শিক্ষা দিতে পারিবেন নাম পেশ করুন।**

এই স্কীমকে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য আমি পরে কমিটি গঠন করিব। আমার উদ্দেশ্য এই সকল পেশা প্রত্যেকে এই পরিমাণে শিক্ষা করুক যেন প্রথমতঃ তাহারা নিজ নিজ ঘরে এই ব্যবসা চালাইতে পারে এবং পরে তাহাতে প্রসার সাধন করিতে পারে। কোন পেশা কেহ প্রথমতঃ সাধারণ ভাবে শিক্ষা করিয়া পরে তাহাতে বহু উন্নতি করিতে পরে।

পেশা ছাড়া কোন কোন কৌশলও শিক্ষা করা উচিত। বিগত মহা যুদ্ধের সময় বিলাতে বারকার নামে এক ব্যক্তি সম্বন্ধে এক রব উঠে যে, সে ভাঙ্গা হাড় জোড়া দিতে পারে। তথায় সার্টিফিকেট ছাড়া কেহ সার্জারি ব্যবসা করিতে পারিত না। তাই তাহার বিরুদ্ধে কোর্টে মোকদ্দমা করা হয়। কিন্তু শত শত সৈন্য আসিয়া সাক্ষ্য দিল যে, সে তাহাদের এরূপ বহু হাড় জোড়া দিয়াছে যাহা ডাক্তারগণ চিকিৎসাতীত বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছিল। অবশেষে গবর্ণমেণ্ট তাহাকে সার্টিফিকেট দিতে বাধ্য হইল।

এখানে কাদিয়ানেও কতিপয় লোক এরূপ কৌশল জানে এবং কাদিয়ানের বাহিরেও জানে। কোন কোন ক্ষৌরকার বা নাপিত আছে যাহারা ভাঙ্গা হাড় জোড়া দেয় বা বড় বড় 'জখম' ভাল করিয়া দেয়। বাল্যকালে আমার পায়ে এক বার শক্ত আঘাত লাগিয়াছিল। তাহাতে মাঝে মাঝে কঠোর বেদনা হইত। এখানে এক বন্ধুর স্ত্রী এই কৌশলটি অবগত ছিলেন এবং তিনি এরূপ আঘাত চিকিৎসা করিতে পারিতেন। একদা স্বামী-স্ত্রীতে ঝগড়া হয়। স্ত্রী আসিয়া আমার নিটক অভিযোগ করে যে, তাহার স্বামী তাহাকে এই কাজ করিতে নিষেধ করে এবং বলে যে তাহাকে ভিন্ন পুরুষের ক্ষতে মালিস করিতে দিবে না, ইহা না-জায়েজ বা ধর্ম্ম-বিরোধী। আমি বলিলাম যে, ইহা ঠিক নয়, কারণ হাদীস হইতে প্রমাণিত হয় যে, সাহাবাগণের মধ্যে মেয়েলোকগণ বেণ্ডেজ করিত।

অতঃপর আমার একবার বেদনার আক্রমণ হইলে অনুসন্ধান করাইয়া জানিতে পারিলাম যে, সেই স্ত্রীলোকটি মৃত্যু লাভ করিয়াছেন। কিন্তু জানা গেল যে, তিনি তাহার কণ্যাকে এই কৌশলটি শিখাইয়া গিয়াছেন। আমি তাহাকে ডাকিয়া পায়ে মালিশ করাইলাম। সে বলিয়াছিল যে, প্রথমতঃ এই স্থানটি ফুলিয়া যাইবে। ফলতঃ তাহাই হইল। দুই তিন দিন খুব ফুলা ছিল, অতঃপর আরোগ্য লাভ হইল। আজ প্রায় দশ বৎসর যাবৎ তথায় কোন বেদনা হয় না। অথচ তৎ-পূর্ব্বে আমি সর্ব্বদাই চিকিৎসা করিয়াছি, বহু মলম ও আইডিন প্রয়োগ করিয়াছি। কিন্তু আরোগ্য লাভ হয় নাই।

বস্তুতঃ হাড় জুড়া দিবার এই কৌশলটি অনেক লোকই জানেন। ডাক্তারী ভাষায় ইহাকে কি বলে আমি জানি না। কিন্তু কোন কোন অশিক্ষিত লোক এবিষয়ে এত পারদর্শী যে, ডাক্তারগণও তাহাদের সমকক্ষ নহে। কোন কোন ক্ষৌরকারের নিকট এমন মলম আছে যাহাতে দুরারোগ্য ক্ষতসমূহ আরোগ্য হয়।

হজরত মসিহ মাউদকে (আঃ) একদা এক ব্যক্তি চিঠি লিখিয়া জানায় যে, তাহার পায়ের গোড়ালিতে একটি ক্ষত হইয়াছে এবং ডাক্তার বলে যে, গোড়ালিটি কাটিয়া ফেলিয়া দিতে হইবে। হুজুর তাহাকে প্রত্যুত্তরে লেখেন যে, কোন কোন 'জাররার' বা গ্রাম্য ক্ষতচিকিৎ নিজ বিদ্যায় এরূপ বিচক্ষণ যে, তাঁহারা ভয়ানক ক্ষত আরোগ্য করিয়া দেন। আপনি ইহা কাটাইবার পূর্ব্বে তদ্রূপ কোন ক্ষতচিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা করাইয়া দেখিতে পারেন। পরে সেই বন্ধু লিখেন যে, তিনি এক ক্ষৌরকারকে ক্ষত দেখাইয়াছিলেন। সেই ক্ষৌরকার ক্ষতচিকিৎসার ব্যাপারে সেই এলাকায় বিখ্যাত ছিল। তাহার চিকিৎসায় তাহার ক্ষত আরোগ্য হইয়াছে এবং ডাক্তারগণ চমৎকৃত হইয়াছেন।

বস্তুতঃ এরূপ বহু বিদ্যা বা কৌশল এখনো বিদ্যমান। সৈয়দ আহমদ কাবুলির নাকে জখম হয়। তিনি অনেক চিকিৎসা করান। লাহোর হাসপাতালে যাইয়া "এক্স্ রে" করিয়া চিকিৎসা করান, কিন্তু ক্ষত আরো বাড়িয়া যায়। অবশেষে পেশোয়ার গিয়া এক ক্ষৌরকার দ্বারা চিকিৎসা করাইয়া তিন দিনে আরোগ্য লাভ করেন।

বস্তুতঃ আজকালও কোন কোন বিষয়ে এরূপ বিশেষজ্ঞ লোক আছেন যাহারা এরূপ ব্যবসা অবগত আছেন যাহা

জীবন্ত রাখিলে ভবিষ্যতে তৎ-সাহায্যে আরো বহু নূতন নূতন পেশা প্রচলিত হইতে পারে। কিন্তু এই সকল বিশেষজ্ঞ লোক তাহাদের জানা বিষয়গুলি জীবিত রাখিতে চেষ্টা করে না বলিয়া উহাদের উন্নতি হয় না। এই সব বিষয়ের প্রসারের প্রতি মনোযোগী হইলে ইহাদের সাহায্যে আরো কতিপয় বিদ্যা বা পেশা আবিষ্কৃত হইতে পারে। যথা হাড় ঠিকা করার একটি কৌশল আছে; ক্ষৌরকাগণ ইহা অবগত আছে। ইহার সাহায্যে পুরাতন বেদনা ও টেরা হাড় ভাল করা যায়। ইহা শিক্ষা করিয়া ইহার প্রসার করিতে চেষ্টা করা উচিত।

প্রাচীনকালে লোক এই সকল কৌশল শিক্ষা দিতে বড়ই কার্পণ্য করিত, কেহই কাহাকেও বলিত না। তাই এই সকল কৌশল বা বিদ্যা লোপ পাইয়াছে। ইউরোপীয়গণ এরূপ কার্পণ্য করে না। তাহারা বরং নিজ নিজ কৌশল প্রকাশ করিয়া দেয় এবং ফলে অর্থও অধিক উপার্জ্জন করিতে পারে।

হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) বলেন, "এক ক্ষৌরকার ছিল। সে এরূপ একটি মলম জানিতে যৎ-সাহায্যে বড় বড় 'জখম' বা ক্ষত আরোগ্য হইত। লোক দূর দূরান্তর হইতে তাহার নিকট চিকিৎসার জন্য আসিত। তাহার পুত্র এই ঔষধটির বিষয় জানিতে চাহিলে সে বলিত যে, দুনিয়াতে ইহার জ্ঞান একাধিক লোকের থাকা উচিত নহে। অবশেষে সে বৃদ্ধ হইয়া কঠোর ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়িলে তাহার পুত্র পুনরায় ঔষধটির বিষয় তাহাকে বলিবার জন্য অনুরোধ করে। তখন বৃদ্ধ উত্তর করিল, "আচ্ছা যদি তুমি মনে কর যে, আমার মৃত্যু নিকটবর্ত্তী তবে আমি বলিয়া দিতেছি।" কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই আবার বলিয়া উঠিল, "কি জানি যদি বাঁচিয়াই যাই।" এই বলিয়া সে থামিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরই তাহার প্রাণবায়ু নির্গত হইয়া গেল এবং তাহার পুত্র এই ঔষধ সম্বন্ধে অজ্ঞই থাকিয়া গেল। বৃদ্ধ নিশ্চিন্ত মনে ঘরে বসিয়া আরাম করিতেছিল, এবং ভাবিয়াছিল যে, তাহার ঘরে একটি বিশেষ ঔষধের জ্ঞান বিদ্যমান আছে। কিন্তু সেই জ্ঞান কৃপণতার কারণে তাহার কোনই কাজে আসিল না।

বস্তুতঃ **কৃপণতা উন্নতি আনয়ন না করিয়া অবনতিই আনয়ন করে**। বরং কখন কখন বংশের সর্ব্বনাশ সাধন করে।

অতএব এই সকল বিশেষ জ্ঞান শিক্ষা করা অনিষ্টকর নয়, বরং ইষ্টকর। ইহাতে জ্ঞান বৃদ্ধি পায়। সুতরাং আমার ইচ্ছা এই সকল জ্ঞান, বিশেষতঃ লুপ্ত জ্ঞান সমূহের উন্নতি সাধন করা। বাল্যকালে আমরা বৃদ্ধাদের নিকট বহু মূল্যবান কথা শুনিতাম, কিন্তু ইংরাজী শিক্ষার ফলে আমরা সেই সকল কথাকে মিথ্যা মনে করিতাম। যথা একটি কথা শুনিতাম যে, বঙ্গদেশে এরূপ মসলিন কাপড় প্রস্তুত হইত যে, এক থান কাগড় একটি আঙটির ভিতর দিয়া অতিক্রম করিয়া যাইত। এইরূপ আরো অতি উচ্চ দরের কাপড় প্রস্তুত হইত। আমরা মনে করিতাম যে, এই সকল কথা স্বদেশ গৌরবের কথা। কিন্তু জ্ঞান পরিপূর্ণ হইলে জানিতে পারিলাম যে, সেই সকল কথা সবই সত্য ছিল, বরং আরো বড় ভাবে সত্য ছিল।

আমি এক ইংরাজের লেখা বই পড়িয়াছি। তাহাতে তিনি গবর্ণর এবং সরকারী কর্ম্মচারিগণের রিপোর্ট দ্বারা প্রমাণিত করিয়াছেন যে, বঙ্গদেশে এরূপ বহু শিল্প বিদ্যমান ছিল যাহা ইংরাজগণ নির্লোপ করিয়াছে। এখানকার তৈয়ারী জিনিষ বিলাতের বণিকগণ নিয়া স্বদেশে বিক্রয় করিত। বিলাতের বড় লোকগণের বিলাস সামগ্রী এখান হইতে সরবরাহ হইত। অধিক অনুসন্ধানের পর জানা গিয়াছে যে, বিলাতের কতিপয় কাপড়ের নামও এদেশীয়। যথা মলমল কাপড়কে ইংরাজগণ 'মসলিন' বলে এবং এই শব্দটি প্রকৃত পক্ষে আরবী "موصلين" শব্দ হইতে উদ্ভূত।

আসল কথা এই যে, তৎকালে ভারতবর্ষের সকল ব্যবসা-বাণিজ্য আরবের পথে পরিচালিত হইত এবং আরবগণের হাতে ছিল, যেমন আজকাল তাহা ইংরাজদের হাতে আছে। কোন কোন জিনিষ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা ছিল যে, তাহা ইংরাজদের প্রস্তুত। কিন্তু বিগত মহা যুদ্ধ আরম্ভ হইলে যখন সেই সকল বস্তুর আমদানী বন্ধ হইয়া গেল তখন আমরা ভাবিয়া চমৎকৃত হইতাম যে, সেই সকল জিনিষতো ইংরাজের প্রস্তুত, সেই সকল আসে না কেন। কিন্তু পরে জানা গেল যে, সেগুলি জার্ম্মাণ ও বেলজিয়মে প্রস্তুত হইত, বিশেষতঃ কতিপয় ঔষধ ছিল যাহা জার্ম্মাণে প্রস্তুত হইত। ভারতবর্ষে "চল্লিশ হাজার থান" বড় বিখ্যাত। ইহা বেলজিয়মে প্রস্তুত হয়। ইংরাজ বণিকগণ সেখান হইতে আনিয়া ভারতবর্ষে বিক্রয় করিত এবং মানুষ মনে করিত যে, ইহা ইংলণ্ডেই প্রস্তুত হয়। কিন্তু যুদ্ধের সময় সেই সকল জিনিষের আমদানী রহিত হইলে বা কম হইয়া গেলে জানা গেল যে, সেই সকল জিনিষ অন্যান্য দেশ হইতে আসিত।

এইরূপে প্রাচীনকালে ব্যবসা বাণিজ্য আরবের হাতে ছিল। আরবগণ ভারতবর্ষ হইতে জিনিষ ক্রয় করিয়া বিভিন্ন দেশে পৌঁছাইত। এইরূপ 'ডেমাস্‌কাস্‌' নামীয় একটি কাপড় আছে। তাহা প্রকৃত পক্ষে দামেস্ক হইতে রপ্তানী হইত। আর একটি কাপড় আছে, তাহার নাম 'টাফ্‌ট'। তাহা প্রকৃত পক্ষে 'তাফ্‌তা' ছিল।

বস্তুতঃ সকল বিখ্যাত কাপড়ের নাম হয়তো আরবীয় সহর বা ভাষা হইতে উদ্ভূত। কিন্তু আজ আমাদের ধারণাও হয় না যে, এই সকল জিনিষ আমাদেরই ছিল এবং এখান হইতেই রপ্তানী হইত।

বস্তুতঃ পুরাকালে সকল ব্যবসা-বাণিজ্য আরব এবং ইরাণের লোকদের হাতে ছিল। কিন্তু এশিয়াবাসিগণের কৃপণতার ফলে তাহা ইউরোপের হাতে চলিয়া যায়। ইউরোপের এক ব্যক্তি একটি সামান্য জিনিষ নিয়া উহার এত প্রচার করে যে, প্রত্যেক ব্যক্তিই তাহা খরিদ করিতে বাধ্য হয়। হজরত খলিফাতুলমসিহ আওয়াল (রাঃ) বলিতেন। "এই যে বিলাত হইতে শিশু ও রোগীর খাদ্য বা পথ্য আসে—যথা "বাইলান্স ফুড্‌" ইত্যাদি—এগুলি এই গম যবের আটা বই আর কিছুই নহে। কোন ব্যক্তির জ্ঞান হইল, সে সুন্দর ডিব্বাতে তাহা আবদ্ধ করিয়া লেবেল লাগাইয়া দিল। সমস্ত জগতে বিজ্ঞাপন দিল এবং এইরূপে লাভবান হইল। কিন্তু আমাদের দেশে কেহ এই বিষয়টি জানিলে নিজের মধ্যে না হইলেও নিজ বংশের মধ্যে বা অধিক হইলে গ্রামের মধ্যে ইহা সীমাবদ্ধ রাখিত। কিন্তু ইউরোপের লোকগণ নিজের জ্ঞানকে প্রচার করে।

জার্ম্মাণীতে এই নিয়ম আছে যে, প্রত্যেক ঔষধের সঙ্গে তাহার ব্যবস্থাপত্রও লিখিয়া দেওয়া হয়। তাহারা এরূপ আইন করিয়াছে যে, কোন নূতন ঔষধ আবিষ্কৃত হইলে কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত মাত্র তাহার আবিষ্কারকই তাহা প্রস্তুত করিতে পারিবে। সেই সময়ে অন্য কেহ তাহা প্রস্তুত করিলে আইনতঃ দণ্ডনীয় হয়। সেই সময় অতিবাহিত হইয়া গেলে পর অন্য যে কেহ ইচ্ছা তাহা প্রস্তুত করিতে পারে। এইরূপে আবিষ্কারকও লাভবান হয় এবং জ্ঞানেরও প্রচার হয়। তাহারা কোন জিনিষ আবিষ্কার করিয়া লুকাইয়া রাখে না, বরং প্রকাশ করিয়া দেয়। ইহাই তাহাদের কৃতকার্য্যতার মূল। এই যে মলম যাহা আমাদের ক্ষৌরকারদের নিকট আছে, ইহা যদি ইউরোপীয়দের নিকট হইত তবে তাহারা ইহা দ্বারা লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা অর্জ্জন করিত এবং ইহার প্রচার করিত। তাহারা সামান্য সামান্য জিনিষের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকার কারখানা পরিচালিত করে।

কুইনাইন এক জিনিষ, ইহা ভারতসাগরের দ্বীপপুঞ্জে বা তন্নিকটবর্ত্তী স্থান-সমূহে পাওয়া যায়। সেখানকার লোক ইহার গাছ দ্বারা রোগের চিকিৎসা তো করে বটে, কিন্তু ইহা দ্বারা কোন ব্যবসামূলক ফায়দা লাভ করিতে পারে না। সেখানে কোন ইংরাজ ডাক্তার যাইয়া ইহা জানিতে পারিয়া প্রথম ইহা হইতে "টিংচার সিংকোনা" প্রস্তুত করে এবং পরে আর এক জন কুইনাইন প্রস্তুত করে। এইরূপে এই শিল্প এত উন্নতি করিয়াছে যে, আজকাল যাহাদের নিকট হইতে ইহা ইউরোপে যায় তাহারাও ইউরোপ হইতেই ইহা খরিদ করে। তাহারা নিজেরা যদি এই কার্য্য চালাইবার এবং ইহার প্রসার করিবার কথা ভাবিত তবে তাহারাই লাভবান হইতে পারিত।

বস্তুতঃ যে সকল জাতি কোন বিদ্যা বা পেশার প্রচারে কার্পণ্য করে না তাহারাই জয়ী বা কৃতকার্য্য হয় এবং তাহাদের মধ্যে এরূপ 'মাহের' বা পারদর্শী লোকের উদ্ভব হয় যে, লোক ইহার প্রস্তুতের নিয়ম জানা সত্ত্বেও তাহাদের দ্বারাই প্রস্তুত করায়, কারণ কেবল জ্ঞান দ্বারা কাজ হয় না, বরং অভিজ্ঞতা দ্বারাই কাজ হয়।

অতএব আমি কেবল 'কেতাবী-এলম' বা বইয়ের জ্ঞান বিস্তারের কথাই বলি না, বরং শিল্প এবং অন্যান্য বিষয়ের জ্ঞানের প্রসারের কথাও বলি। কেবল গরীবের জন্যই যে ইহা উপকারী, তাহা নহে, ধনী লোকদের জন্যও ইহা উপকারী। এই দিক দিয়াও ইহা উপকারী যে, কখন কখন বড় বড় লোকদেরও মায়নার চাকুরী চলিয়া যায়। পাঁচ শত বা হাজার হাজার টাকা চাকুরিয়াও Retrenchmentএর কারণে বেকার হইয়া পড়ে, কিম্বা কোন দোষে ডিসমিস হইয়া যায়। ঈদৃশ অবস্থায় যদি কোন শিল্প কার্য্য জানা থাকে তবে ব্যবসাদি করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারে। কিন্তু বই-পড়া লোক কেবল চাকুরিই করিতে পারে। তাই চাকুরি চলিয়া গেলে ঘরে বসিয়া সারাজীবনের জমা টাকা খরচ করিয়া ফেলে। সন্তানাদিও খারাপ হইয়া যায় এবং নিজেও শেষ জীবনে কষ্ট পায়।

অতএব আমার প্রস্তাব এই যে, প্রথম তো তিন মাস (এখন ছয় মাস) মধ্যে সকলকে বইয়ের বিদ্যা শিক্ষা

দেওয়া হউক, তৎপর শিল্প-বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হউক। যাহাদিগকে আল্লাহ্‌তা'লা ক্ষমতা দিয়াছেন তাহারা আমাকে লিখিয়া জানাউক, তাহারা কি কি পেশা জানেন এবং কত জন লোককে কত সময়ের মধ্যে শিক্ষা দিতে পারিবেন এবং তজ্জন্য কি কি এন্তেজাম আবশ্যক। আমি চাই যে, প্রত্যেক লোকই কোন না কোন পেশা শিক্ষা করুক—কেহ সূত্রধরের কাজ, কেহ গৃহ নির্ম্মানের কাজ, কেহ কর্ম্মকারের কাজ, কেহ চর্ম্মকারের কাজ। এই সকল কাজ এই পরিমাণে শিক্ষা করিতে হইবে যেন ঘরে থাকিয়া করা যায় এবং কেহ পারদর্শীতা লাভ করিলে বড় আয়োজনে ব্যবসা রূপেও অবলম্বন করিতে পারে।

ইহা দ্বারা জাতীয় ভাবেও কতিপয় উপকার হইতে পারে। যথা চর্ম্মকারের কাজ জানা হইলে একটি তারিখ নির্দ্ধারিত করিয়া সকল গরীব লোকের জুতা প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। জমাত চর্ম্ম সংগ্রহ করিয়া দিল এবং সকলে মিলিয়া জুতা প্রস্তুত করিয়া দিল। এই রূপে রাজ, সূত্রধর বা কর্ম্মকার ইত্যাদি মিলিয়া এক দিন কোন গরীবের বাড়ী প্রস্তুত করিয়া দিতে পারে। ইহা এক খেদমত হইবে এবং ইহাতে পুণ্য হইবে এবং গরীবের ঘর বিনা-খরচেই প্রস্তুত হইবে।

সকলের মধ্যে এই সকল ব্যবসার বিস্তার হইলেই এই রূপ কাজ করা সম্ভব হইতে পারে। নতুবা কেবল ব্যবসায়ীগণ এরূপ করিতে থাকিলে সারা বৎসর তাহাদিগকে মুফ্‌তই কাজ করিতে হইবে। সকলে মিলিয়া যেমন রাস্তায় মাটি নিক্ষেপ করা হয়, তেমনি সকলে মিলিয়া কোন গরীবের ঘর প্রস্তুত করিয়া দিতে পারে। কারিগর, রাজ, সূত্রধর ও অন্যান্য লোকগণ কাজ করিলে এই রূপে জাতীয় কার্য্যে ব্যবহারোপযোগী অট্টালিকাও প্রস্তুত হইতে পারে।

অতএব **আমি বই-পড়া বিদ্যা হইতে ব্যবহারিক বিদ্যা অধিকতর পছন্দ করি।** অবশ্য বইয়ের জ্ঞানও কাজে আসে, কিন্তু তদপেক্ষা ব্যবহারিক জ্ঞান অধিক কাজে আসে। তদ্বারা জাতির আর্থিক অবস্থা উন্নত হইতে পারে।

আমি আশা করি খোদ্দামুল-আহমদীয়া তিন দিন মধ্যে এরূপ স্কিম পেশ করিবে যাহার ফলে তিন মাস (ছয় মাস) মধ্যে কাদিয়ানে একটিও, লেখাপড়া-অজানা লোক থাকিবে না এবং এক সপ্তাহ মধ্যে ব্যবসা ও শিল্প-জ্ঞ ব্যক্তিগণ, কে কি পেশা জানে এবং কত জন লোককে শিখাইতে সক্ষম হইবে তাহা আমাকে অবগত করুক।

কতিপয় শিল্প বা ব্যবসা আছে যাহা সাধারণ লোক অবগতও নহে। আমরা তো রাজ, সূত্রধর, কর্ম্মকার, চর্ম্মকার ইত্যাদি ব্যববসার কথাই জানি। এগুলি ছাড়াও আরো বহু ব্যবসা আছে যাহা আমরা অবগত নহি।

আমি একবার অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলাম যে, জনৈক বন্ধু 'কোলাহ্‌' বা পাগড়ীর নীচে ব্যবহার্য্য টুপি প্রস্তুত করিতে পারে। যে সকল বন্ধু ঈদৃশ পেশা বা শিল্প অবগত আছেন তাহারাও আমাকে জানাইতে পারেন। এই সকল পেশা প্রচলন করিলে বহু লোকের জীবিকা অর্জ্জনের ব্যবস্থা হইতে পারে বা আয় বৃদ্ধি হইতে পারে।

অতএব যিনি যে ব্যবসা অবগত আছেন তিনি তৎসম্বন্ধে আমাকে সংবাদ দিন, যেন তাহা অপরকে শিখাইবার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

আমার তো ইচ্ছা স্কুল মাদ্রাসায়ও এরূপ শিল্প শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা যেন শিক্ষার্থীগণ যখন আমাদের স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পাস করিয়া বাহির হয় তখন কেবল এণ্ট্রান্স পাসই না হয়, বরং চর্ম্মকার, রাজ বা কর্ম্মকারও হয়। এই স্কীম কার্য্যকরী হইলে জমাতে আর্থিক অবস্থার বহু উন্নতি হইতে পারে; এতদ্ব্যতীত এরূপ যুবকগণ কাজ নির্ব্বাচনের সময়েও বিস্তীর্ণ ময়দান পাইতে পারে। আজকাল তো এণ্ট্রান্স পাস যুবকগণের জন্য ময়দান অতি সংকীর্ণ, কেবল কেরানীগীরিই করিতে পারে, কিন্তু কোন পেশা জানা থাকিলে ময়দান বহু বিস্তীর্ণ হইবে। যথা কর্ম্মকারের কাজ জানা এণ্ট্রান্স পাস যুবক রেলওয়েতে অনায়াসে ফোরমেনের কাজ পাইতে পারে এবং আড়াই শত তিন শত টাকা মাসিক বেতন পাইতে পারে। কিন্তু কেরানী পনর বিশ বৎসর কাজ করিয়া অতি কষ্টে পঁচাত্তর টাকা মায়নায় পৌঁছিতে পারে।

শিক্ষিত ব্যবসায়ীর জন্য উন্নতির বহু সুযোগ উপস্থিত হয়। সিন্ধুদেশে আমাকে এক এসিস্‌টেণ্ট ইঞ্জিনিয়ার বলিয়াছেন যে, তিনি কর্ম্মকার ছিলেন। তাঁহার মধ্যে এই গুণ ছিল যে তিনি পূর্ব্ব-অবস্থা গোপন করিতেন না। কোন কোন লোক খুব গোপন করে। তিনি আমাকে জানাইয়াছেন যে, তিনি প্রথমতঃ বিশ ত্রিশ টাকার মিস্ত্রি বা কর্ম্মকার ছিলেন। কিন্তু আমার সঙ্গে যখন তাঁহার দেখা হয় তখন তিনি খান বাহাদুর এবং এসিস্‌টেণ্ট

ইঞ্জিনিয়ার। তিনি কর্ম্মকারের কাজ হইতেই উন্নতি করেন। পরিশ্রমী লোক ছিলেন, রাতদিন পরিশ্রম করিতেন এবং বিপদ দেখিয়া ভয় পাইতেন না। তিনি আমাকে শুনাইয়াছেন যে, একবার সিন্ধু নদীর সেতু ভাঙ্গিবার উপক্রম হইয়াছিল এবং এরূপ জোরে স্রোত আসিয়াছিল যে ভয়ে সকল লোক পলাইয়া গিয়াছিল। সেতুর একাংশের মেরামতকার্য্যের ভার তাঁহার হস্তে অর্পিত ছিল। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, সেই দিন তাঁহার চাকরী জীবনের যাবতীয় রেকর্ড নষ্ট হইয়া যাইবে। তিনি ভাবিলেন যে, তিনি পিছনে থাকিলে কেহই অগ্রসর হইবে না। তাই তিনি স্বয়ং জলে ঝাপাইয়া পড়িলেন এবং সঙ্গীদিগকে বলিলেন "কম্‌বখ্‌তগণ, তোমরা কোথায় পালাইতেছ, বেশী না পার অন্ততঃ মাটির ছালা পুরিয়াই আমার সাম্‌নে নিক্ষেপ কর।" ইহাতে তাহারা সারা রাত্র মাটির ছালা নিক্ষেপ করিতে থাকে এবং ফলে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত ছিদ্র বন্ধ হইয়া যায়। এইরূপে দেশ ধ্বংস হইতে রক্ষা পায় এবং সেতুতে যে কোটি কোটি টাকা খরচ হইয়াছিল তাহাও রক্ষা পাইল। তাঁহার এই সেবা-কার্য্য গবর্ণমেণ্ট অত্যন্ত পছন্দ করেন; ভাইস্‌রয়ও তাঁহাকে আনন্দ জ্ঞাপক চিঠি পাঠান এবং তাঁহাকে খান বাহাদুর উপাধি প্রদান করা হয় এবং চাকরীতে উন্নতি দান করা হয়।

বস্তুতঃ পরিশ্রমী ব্যক্তি সর্ব্বদাই উন্নতি করিয়া যায়। বিলাতে সহস্র সহস্র লোক এই রূপেই উন্নতি করিয়াছে। ফনোগ্রাফের আবিষ্কারক এডিসন প্রথমতঃ এক কারখানার চিঠি পৌঁছাইবার অর্থাৎ চাপরাসীর কাজ করিতেন। কিন্তু তিনি পরিশ্রমী ছিলেন। একবার চিঠি পৌঁছাইয়া আর একবার চিঠি পৌঁছাইবার আদেশ পাইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বসিয়া সাইন্সের আলোচনা করিতেন। ফলে যৌবনে পদার্পন করিবার সঙ্গে সঙ্গে সাইন্স সম্বন্ধে উত্তমরূপে অবগত হইয়াছিলেন এবং মৃত্যু পর্য্যন্ত তিনি এক হাজার একটি আবিষ্কার করেন এবং চাপরাসির পোষ্ট হইতে ক্রোড়পতি হইয়া প্রাণত্যাগ করেন।

এরূপ সহস্র সহস্র ঘটনা আছে যে, মানুষ সামান্য মুজুরের অবস্থা হইতে উন্নতি করিতে করিতে বড় লোক হইয়াছেন। এরূপ হইবার কারণ শুধু এই যে, তাঁহারা নিজেদের জ্ঞানকে জারি রাখিয়াছিলেন, কিন্তু আমাদের দেশে এই রীতি যে, কর্ম্মকার, সূত্রধর ইত্যাদি পেশার লোকগণ মনে করে যে, তাহাদের লেখা-পড়ার আবশ্যক নাই এবং শিক্ষিত লোকগণ মনে করে যে, তাহাদের কোন পেশা শিক্ষা করিবার আবশ্যক নাই। কিন্তু এই দুইটি বিষয়ই পরস্পরের সহায় এবং অতি উপকারী। কিন্তু এখানে যাহারা কর্ম্মকার তাহারা মনে করে যে, পড়িয়া কি হইবে, আর যাহারা শিক্ষিত তাহারা মনে করে, লৌহকার বা সূত্রধর কেন হইব। অথচ যে শিল্পজ্ঞ ব্যক্তি লেখাপড়া জানে সে দৈনিক টাকা দেড় টাকা উপার্জ্জন করার স্থলে চারি পাঁচ টাকা উপার্জ্জন করিতে পারে এবং শিক্ষিত ব্যক্তির শিল্প বা ব্যবসা জানা থাকিলে সে-ও অধিক উন্নতি করিতে পারে।

অতএব স্কুল মাদ্রাসার ছাত্রগণ সম্বন্ধেও আমার ইচ্ছা এই যে, তাহাদিগকে পেশা শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত করা হউক। অবশ্য এসম্বন্ধে এখনো আমার মনে এমন কোন স্কীম আসে নাই যাহাতে লেখাপড়ার ক্ষতি না করিয়া কাজ শিখাইবার বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে। আমার বিশ্বাস জমাত ইহাতে কৃতকার্য্য হইলে আমাদের স্কুলের ছাত্রই সর্ব্বপ্রথম চাকুরী লাভ করিবে এবং চাকুরি দাতাগণেরও নজর সর্ব্ব-প্রথম আমাদের স্কুলের ছাত্রগণের উপরই পতিত হইবে।

অতএব শিল্পী ও ব্যবসায়ীগণ নিজ নিজ নাম ও পেশা যাহা অন্যকে শিখাইতে পারে আমাকে লিখিয়া জানাউক এবং খোদ্দামুল-আহমদীয়া তিন দিন মধ্যে আমাকে জানাউক শিক্ষা বিস্তারের জন্য তাহারা কি স্কীম স্থির করিয়াছে। এইরূপে লজ্‌নাও দুই সপ্তাহ মধ্যে এইরূপ স্কীম পেশ করুক যৎ-সাহায্যে কাদিয়ানের প্রত্যেক স্ত্রীলোককে শিক্ষিত করা যাইতে পারে।

২৮ শে এপ্রিল তারিখের খোৎবার সার মর্ম্ম

আমি বিগত সপ্তাহে কাদিয়ানে শিক্ষা প্রসারের কাজ খোদ্দামুল-আহমদীয়ার হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলাম এবং আমি তাহাদিগকে উপদেশ দিয়াছিলাম যেন তাহারা তাহাদের সমিতির বাহিরের অভিজ্ঞ ও বহুদর্শী লোকগণ হইতে পরামর্শ নিয়া কাজ আরম্ভ করে এবং তিন মধ্যে লিষ্ট প্রস্তুত করিয়া আমার সম্মুখে পেশ করে। ফলতঃ তাহারা আমার উপদেশ অনুযায়ী তিন দিন মধ্যে এক লিষ্ট প্রস্তুত করিয়া আমার সম্মুখে পেশ করিয়াছে। লিষ্ট পেশ করার পর দিবসই আমি তাহাদের সঙ্গে এবং মীর মোহাম্মদ ইসহাক সাহেব ও মৌলবী আবুল-আতা সাহেব দ্বয়ের সঙ্গেও পরামর্শ করিয়া এক স্কীম প্রস্তুত করিয়াছি।

স্কীমে এই প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, দশ বৎসর হইতে উর্দ্ধ বয়সের প্রত্যেক আহমদী পুরুষকে—

(১) প্রথমতঃ কোরান পাঠ শিক্ষা করিতে হইবে।

(২) দ্বিতীয়তঃ নামাজ ও তাহার অনুবাদ শিক্ষা করিতে হইবে।

(৩) তৃতীয়তঃ উর্দ্দু পঠন ও লিখন শিক্ষা করিতে হইবে।

(৪) চতুর্থতঃ এক শত পর্য্যন্ত হিসাব শিক্ষা করিতে হইবে।

(৫) চিন্তা-ভাবনার পর ইহাও স্থির হইয়াছে যে, তিন মাস মধ্যে এই কোর্স বা পাঠ্য-তালিকা শেষ করা যাইবে না; অতএব তিন মাস স্থলে ছয় মাস সময় নির্দ্ধারিত হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে চারিটি পরীক্ষাও স্থির হইয়াছে—প্রথম পরীক্ষা ১লা জুনে, দ্বিতীয় পরীক্ষা ১লা জুলাইয়ে, তৃতীয় পরীক্ষা ১লা সেপ্টেম্বরে এবং চতুর্থ পরীক্ষা ১লা নবেম্বরে হইবে।

শিক্ষকের সংখ্যা খোদাতা'লার ফজলে প্রত্যেক মহল্লায়ই যথেষ্ট হইয়াছে। কেবল দারুস-সিহত মহল্লায় কম হইয়াছে এবং এই মহল্লার একটা বৈশিষ্ট আছে এবং ইহার প্রতিই আমাদের বিশেষ মনোনিবেশ করা আবশ্যক।

হিন্দু সভ্যতার অধীনে রাজনৈতিক কারণে যে সকল জাতিকে অস্পৃশ্য প্রতিপন্ন করা হইয়াছিল তাহারা বাস্তবিক পক্ষে এ দেশের আদীম অধিবাসী এবং আর্য্য-জাতির আগমনের পূর্ব্বে ভারতের রাজ-দণ্ড পরিচালনা করিত। ভৌগলিকগণ তাহাদিগকে দ্রাবিড় জাতি বলিয়া অভিহিত করে। এই জাতি রাজনৈতিক দিক দিয়া এক সময় পরাজিত হইয়া ক্রমশঃ অপদস্থ হইতে থাকে। প্রথমতঃ তাহাদের রাজত্ব যায়, তৎপর ব্যবসা বাণিজ্য যায়, তৎপর শিল্প যায়, তৎপর বিদ্যা যায়, তৎপর সম্মান যায়। বস্তুতঃ দুনিয়ায় সম্মান ও উন্নতি লাভের যে সকল উপকরণ আল্লাহ্‌তা'লা নির্দ্ধারিত করিয়াছেন তৎ-সমুদয় হইতেই তাহারা বঞ্চিত হয় এবং সহস্র সহস্র বৎসরের জন্য বঞ্চিত হয়।

হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) প্রতি এক 'এলহাম' আছে—

"کئی چھوٹے ہیں جو بڑے کئے جائیں گے"

('তাজকেরা', পৃঃ ৪৯৭)। আমার বোধ হয় এই এল্‌হামে এই ইঙ্গিতও করা হইয়াছে যে, যে সকল জাতিকে নীচ বলা হয় তাহাদিগকে হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) আশীষে নীচ অবস্থা হইতে উন্নত অবস্থায় নেওয়া হইবে।

আজকাল রাজনৈতিক দিক দিয়া এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে যে, হিন্দু ও মোসলমান উভয়ই তাহাদিগকে নিজ নিজ সম্প্রদায়ভুক্ত করিয়া নিতে চায়। কিন্তু এই রূপে সম্প্রদায়ভুক্ত করিয়া নেওয়ার উদ্দেশ্য কেবল রাজনৈতিক। ইহাতে উদ্দেশ্য কেবল এই যে, তাহারা ভবিষ্যতে হিন্দু বা মোসলমান বলিয়া অভিহিত হউক এবং তাহাদের ভোট তাহাদিগকে দেউক এবং ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, যে জাতি যাহাদের অন্তর্ভূক্ত হইবে তাহাদিগকেই ভোট দিবে। কিন্তু আমার মতে তাহাদের সহিত কেবল এতটুকু সহানুভূতি প্রদর্শন যে, তাহাদের এক নূতন নাম রাখিয়া তাহাদের ভোট দ্বারা নিজে লাভবান হওয়া, ইহা বড়ই হীনতা ও নীচতার পরিচায়ক।

আমরা যদি বাস্তবিকই এই সকল জাতির উপকার করিতে চাই তবে আমাদের উচিত তাহাদের মধ্যে শিক্ষার প্রচার, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রচলন এবং শিল্পাদির শিক্ষা প্রদান দ্বারা তাহাদের জীবন পদ্ধতি, জ্ঞান ও বিদ্যার স্তর উন্নত করা। যদি এই সকল জাতি—যথা মেথর, ডুম, মালি ইত্যাদি যাহাদিগকে নীচ ও হেয় মনে করা হয়—শিক্ষা-প্রাপ্ত হয়, যদি তাহাদের মধ্যেও বি-এ, এম-এ পাস হইতে থাকে, যদি তাহারাও মৌলবী-ফাজেল ডিগ্রি লাভ করে—তাহারাও যদি মসজিদের মিম্বরে দাঁড়াইয়া 'ওয়াজ' বা বক্তৃতা করে, যদি তাহাদের মুখ হইতেও এরূপ কথা বাহির হয় যাহা শ্রবণ করিয়া পুরাতন উচ্চ বংশের মোসলমানগণও বাহবা দিয়া "সোবহান-আল্লাহ্, সোব্‌হান-আল্লাহ্" বলিবে—তাহারাও যদি মাদ্রাসার চেয়ারে উপবেশন করে, তাহারাও যদি কলেজের প্রফেসার হয়, তাহারাও যদি নিজেদের সন্তান সন্ততিকে উচ্চ শিক্ষা দান করে তবে আমার মনে হয় না যে, তাহারা তাহাদের এই অপমান-সূচক নাম থাকিতে দিবে; নিশ্চয়ই এই নাম পিছে পড়িয়া যাইবে এবং তাহারা দ্রুত উন্নতি পথে অগ্রসর হইবে।

অতএব আমাদের জমাতের কর্ত্তব্য এই সকল লোককে কেবল নামের মোসলমান করা নয়, বরং তাহাদের জ্ঞান, নীতি, সভ্যতা ও আর্থিক অবস্থারও উন্নতির উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দেওয়া, কারণ শিক্ষা-লাভের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অধিকারী তাহারাই এবং সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নিপীড়িত তাহারাই। তাহাদের মধ্যে এতটুক লেখা-পড়ার লোকও নাই যে অন্যের সাহায্য ছাড়া নিজ জাতির লোকদিগকে পড়াইতে পারে।

সুতরাং সর্ব্ব-প্রথম তাহাদের প্রতিই আমাদের মনোযোগী হওয়া আবশ্যক। খোদ্দামুল-আহমদীয়া আমাকে জানাইয়াছে যে, এই শ্রেণীর লোকদের মহল্লার, অর্থাৎ দারুস-সিহত মহল্লার সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী মহল্লা হইল, দারুর-রহ্‌মত এবং তাহারা দারুর-রহ্‌মত মহল্লার লোকগণ হইতে এই ব্যাপারে সাহায্য প্রত্যাশা করিতেছে যে, তাহারা তাহাদিগকে পড়াইবে। আমিও এই উপলক্ষে এই বিষয়ে দারুর-রহমত মহল্লার লোকদিগের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। আমি বরং মনে করি যে, এই ব্যাপারে দারুর-রহমত মহল্লার লোকদিগকে বিশিষ্ট করার আবশ্যক নাই; ইহা এক পুণ্য কার্য্য এবং পুণ্য কার্য্যের জন্য অন্য লোকও আসিতে পারে। সুতরাং অন্যান্য মহল্লা হইতেও যে সকল বন্ধু এই পুণ্য অর্জ্জন করিতে ইচ্ছা করেন তাহারাও নিজ নিজ খেদমত পেশ করিয়া মহা পুণ্য অর্জ্জন করিতে পারেন এবং হজরত মসিহ মাউদের (আঃ) এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণকারী হইতে পারেন যে—

"کئی چھوٹے ھیں جو بڑے کئے جائیں گے"

এই সকল জাতি তো নামে স্বাধীন বটে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহারা গোলাম বা দাস; এবং গোলাম-আজাদ করা মোমেনদিগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য।

অতএব আমি খোদ্দামুল-আহমদীয়াকে এবং জমাতের অন্যান্য লোকগণকেও বলিতেছি যেন তাহারা এই মহল্লার শিক্ষার প্রতি বিশেষ মনোযোগী হন। তাহাদের সাধারণ শিক্ষা ছাড়া ধর্ম্ম এবং সংসারের উচ্চ শিক্ষার প্রতিও আমাদিগকে মনোযোগী হইতে হইবে এবং এই কার্য্যের জন্য আমি সদর আঞ্জোমান আহমদীয়াকে নির্দ্দেশ করিতেছি। তাহারা কতিপয় বিশেষ 'ওজিফা' বা বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া এই জাতির বালকদিগের উচ্চ শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া দেওক। কেবল পড়িতে ও লিখিতে শিক্ষা দেওয়াই যথেষ্ট নহে, বরং এই জাতির সমষ্টিগত উন্নতির জন্য তাহাদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষার প্রবর্ত্তন করিতে হইবে।

এই জাতির লোকদের মধ্যে যখন কতিপয় লোক এফ-এ ও বি-এ পাস করিবে, কেহ কেহ বা ধর্ম্মের দিক দিয়া উচ্চ শিক্ষা লাভ করিবে এবং তাহারা নিজেদের পরিবারস্থ এবং জাতির লোকের উপর প্রভাব বিস্তার করিবে, তখন নিশ্চয়ই তাহাদের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা উন্নত হইবে। তাহারা নিজেদের বাড়ীঘর সুন্দর করিবে, তাহাতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার খেয়াল রাখিবে, তাহারা তাহাদের সন্তান-সন্ততিকে শিক্ষা দিবে এবং এই রূপে এই জাতির লোকদের শিক্ষা, জ্ঞান ও সভ্যতার Standard বা আদর্শ অধিক উচ্চতর হইবে।

কিন্তু এই কাজ খোদ্দামুল-আহমদীয়ার নহে। এই কার্য্যের জন্য আমি সদর আঞ্জোমন আহমদীয়াকে নির্দ্দেশ করিতেছি যেন তাহারা তাহাদের জন্য কতিপয় 'অজিফা' বা বৃত্তির ব্যবস্থা করে; এ বৎসর যদি অধিক অজিফার ব্যবস্থা করিতে না পারে তবে এ বৎসর অন্ততঃ একটি অজিফার ব্যবস্থা যেন দারুস্‌সিহতের কোন বালকের শিক্ষার জন্য জরুর নির্দ্ধারিত করা হয়। সেই বালকের জ্ঞান বা বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতির জন্য আবশ্যক হইলে তাহাকে বোর্ডিংয়েও রাখা যাইতে পারে।

সুতরাং সদর আঞ্জোমন আহমদীয়া প্রথম একটি অজিফার দ্বারাই অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করুক; তৎপর যতই হইতে কৃতকার্য্যতা লাভ হয় ততই অজিফাও বৃদ্ধি করিতে থাকুক। সদর আঞ্জোমন আহমদীয়া যদি এই কার্য্য আরম্ভ করে তবে অল্প সময় মধ্যেই মহা পরিবর্ত্তন আনয়ন করা যাইতে পারে। যদি আমরা এরূপ না করি তবে আমার মতে ইহা আমাদের পক্ষে বড়ই হীনতা হইবে যে, আমারা নামে তো তাহাদিগকে আমাদের অন্তর্ভূক্ত করিলাম, কিন্তু সেই সকল সৌন্দর্য্য হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত রাখিলাম যাহা জাতি হিসাবে আমরা ভোগ করিতেছি।

অতঃপর যাহাদের সম্বন্ধে আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, তাহারা লেখাপড়া জানেন না তাহাদিগ হইতে আমি এই প্রত্যাশা করি যে, তাহারা আমাদিগকে এই কার্য্যে সাহায্য করিবেন। ইহা কেবল তাহাদেরই উপকারের স্কীম। অতএব তাহাদের সময়ের ক্ষতি হইলেও সেই ক্ষতি বরণ করিয়া এই শিক্ষা পূর্ণ করা উচিত। ছয় মাস মানুষের জীবনে কোন অত্যধিক সময় নহে। মানুষ প্রত্যেক বৎসরই দুই মাস তিন মাসের জন্য জলবায়ু পরিবর্ত্তন করিতে বাহিরে চলিয়া যায়; সেই সময়ে নিশ্চয়ই তাহাদের কাজকারবারের ক্ষতি হয়। কিন্তু তজ্জন্য তাহারা কোন পরওয়া করে না। কাদিয়ান হইতে প্রত্যেক বৎসরই পাঁচ সাত জন লোক গ্রীষ্মকালে কাশ্মীর বা পালমপুর চলিয়া যায়। এই উপলক্ষে তাহারা যতদিন বাহিরে থাকে ততদিন কোন বিশেষ কাজ করে না। এখানে তাহাদের তেজারত থাকিলে সেই তেজারত ছাড়িয়া চলিয়া যায়। চাকুরী থাকিলে ছুটি নিয়া যায়।

মোট কথা, লোক হাওয়া পরিবর্ত্তনের জন্য সময় বাহির করিয়া নেয়। আর এই কার্য্যের জন্য তো দৈনিক মাত্র দুই এক ঘণ্টা খরচ করিতে হইবে এবং ইহা কোন কঠিন কাজ নয়। অবশ্য কোন কোন ব্যক্তির বুদ্ধি এত সতেজ নাও হইতে পারে এবং তাহাদিগকে পনর বিশ দিন এই কাজের জন্য নিজকে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করার দরকার হইতে পারে। এরূপ অবস্থায় পনর বিশ দিনের জন্য নিজকে অবসর করিতে হইবে এবং আমার বিশ্বাস কোন ব্যক্তিই এরূপ হইতে পারে না যে এরূপ এক কাজের জন্য জীবনে পনর বিশ দিন উৎসর্গ করিতে পরাঙ্মুখ হইবে যাহাতে কেবল তাহার নিজেরই 'ফায়দা' নয়, বরং ইসলাম ও আহমদীয়তেরও 'ফায়দা'।

অতএব সকলেরই উচিত এই কাজকে নিজের কাজ এবং সিলসিলার কাজ মনে করিয়া করা এবং এই কাজের জন্য সময় কোরবানী করিতে হইলে তাহা সানন্দে ও সোৎসাহে করা। তাহারা নিজেরা শিক্ষিত হইলে স্বভাবতঃ তাহারা নিজ সন্তানগণকেও লেখাপড়া শিখাইবে এবং লেখাপড়ার কদরও বুঝিবে।

তরজমা বুঝিয়া নামাজ পড়া

'তরজমা' বুঝিয়া নামাজ না পড়িলে নামাজে কখনো স্বাদ পাওয়া যায় না। ইউরোপের প্রায় লোকই এই আপত্তি করিয়া থাকে যে, যে নামাজে কেবল শব্দ উচ্চারণ করা হয়, অথচ উচ্চারণকারী জানেই না যে, সে কি বলিতেছে, সেই নামাজে লাভ কি? এই আপত্তিটি ত ভুল, কিন্তু ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, তরজমা না বুঝিয়া পড়িলে নামাজে পূর্ণ ফায়দা লাভ করা যায় না। এই প্রশ্নের উত্তরে মাত্র দুই কথাই বলা যাইতে পারে। হয়তো এই বলা যাইতে পারে যে, তরজমা না জানা সত্ত্বেও নামাজ হইতে আমরা পূর্ণ ফায়দা লাভ করি, কিম্বা এই বলা যাইতে পারে যে, মোসলমানরা নামাজের 'তরজমা' জানে না একথাটি সম্পূর্ণ ভুল, প্রত্যেক মোসলমানই নামাজের তরমজা জানে এবং নামাজ হইতে পূর্ণ ফায়দা লাভ করে।

এই দুইটি কথা দ্বারা আমরা শত্রুগণের মুখ বন্ধ করিতে পারি। কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তিই বুঝিতে পারেন যে, এই দুইটি কথাই ভুল। আমরা কখনো একথা বলিতে পারি না যে, তরজমা না জানিয়াই নামাজ হইতে পূর্ণ ফায়দা লাভ করা যায়। পক্ষান্তরে এই উত্তরও আমরা কখনো দিতে পারি না যে, প্রত্যেক মোসলমানই নামাজের তরজমা অবগত আছে, কারণ ইহাও সম্পূর্ণ ভ্রান্ত কথা।

সুতরাং শত্রুর 'এতেরাজ' বা দোষারোপ হইতে রক্ষা পাইবার এক মাত্র পথ আমাদের জন্য এই উন্মুক্ত আছে যে, সমস্ত মোসলমানকেই নামাজের তরজমা শিক্ষা দিতে হইবে।

ইহা করিতে পারিলে শত্রুর এতেরাজও বাতেল হইয়া যাইবে এবং আমাদের কৌমের ধর্ম্ম ও জ্ঞানের অবস্থাও উন্নত হইবে এবং কেহই একথা বলিতে পারিবে না যে, আমরা এরূপ এক কাজ করিতেছি যাহা হইতে আমরা ততটুকু ফায়দাও লাভ করিতে পারিতেছি না যতটুকু ফায়দা অপর এক জাতি মূল ভাষা ছাড়িয়া কেবল তরজমা দ্বারা নামাজ পড়িয়া লাভ করিতেছি। ইউরোপে যত প্রার্থনা এবং উপাসনার শ্লোক প্রচলিত আছে তৎসমুদয়ই মূল ভাষায় নহে, বরং তাহার তরজমা মাত্র। ইঞ্জিলের মূল ভাষা ছিল হিব্রু। পরে তাহা গ্রীক ভাষায় অনুদিত হয় এবং তাহা হইতে ইংরাজগণ ইংরাজী ভাষায়, জার্ম্মানগণ জার্ম্মানী ভাষায়, ফরাসীগণ ফরাসী ভাষায়, রুশীয়গণ রুশীয় ভাষায় অনুবাদ করিয়া নিয়াছে।

এইরূপে মূল ভাষা তাহাদের সামনে না থাকিলেও উহার মর্ম্ম তাহারা উত্তমরূপে উপলব্ধি করিতে পারে। কিন্তু আমাদের 'আকীদা' বা ধর্ম্ম-মত এই যে, কেবল আরবী ভাষায়ই নামাজ হওয়া উচিত, পাঞ্জাবী, উর্দ্দু বা অন্য ভাষায় নামাজ জায়েজ নহে। সুতরাং যে পাঞ্জাবী আরবী জানে না সে যদি নামাজে দাঁড়াইয়া নিজ ভাষায় এই ভাবে নামাজ আবৃত্তি করে যে, "আমি সেই আল্লাহ্‌র নাম লইয়া শুরু করিতেছি যিনি বড়ই মেহেরবান এবং দয়ালু; আমি সেই আল্লাহ্‌র প্রশংসা করি যিনি সমস্ত জাহানের 'রাব', যিনি বড়ই মেহেরবান এবং দয়ালু।" তবে সঙ্গে সঙ্গেই তাহার মস্তিষ্কে এক ভাবধারা প্রবাহিত হইবে এবং তাহার হৃদয়ে আল্লাহ্‌র 'মহব্বত' উথলিয়া উঠিবে। পক্ষান্তরে যদি সে বলে, "বিস্‌মিল্লাহির রাহমান-আর-রাহীম" এবং সে ইহার অর্থ না বুঝে তবে তাহার মস্তিষ্ক সম্পূর্ণ শূন্যই থাকিয়া যাইবে এবং "বিস্‌মিল্লাহ্", "রাহমান", "রাহীম", "আল্‌হামদুলিল্লাহ", "রাব্বিল্‌-আলামীন" ও "ইয়াকানাবুদু ইয়াকানাস্‌তায়ীন" ইত্যাদির অর্থ যে কি তাহা ভাবিয়া আকুল হইবে; অবশ্য সে একথা তো নিশ্চয়ই ভাবিবে যে, যাহা কিছু বলিতেছে তাহা তাহার ধর্ম্মের শিক্ষা, এবং তৎসাহায্যে সে আল্লাহ্‌তা'লার 'এবাদত' বা উপাসনা করিতেছে, কিন্তু নামাজের

যে, "এলমী" বা জ্ঞান-বিষয়ক ফায়দা তাহা সে কখনো পাইবে না। কিন্তু খৃষ্টানগণ যেরূপ বাইবেলের তর্জমা পাঠ করিয়া লয় সেও যদি সেইরূপ "ইয়াকানাবুদু ওয়া ইয়াকানাস্‌তায়ীন" না কহিয়া বলে, "হে আমার প্রভো! আমি তোমারই 'এবাদত' করিতেছি এবং তোমা হইতেই সাহায্য প্রার্থনা করি, তুমি ভিন্ন আমার সাহায্য করিবার আর কেহ নাই" তবে তখন তাহার মধ্যে এক প্রেরণা ও ভাবের সৃষ্টি হইবে এবং তাহার হৃদয়ে ঐশী প্রেম ও ভয় বিরাজ করিবে। কিন্তু পক্ষান্তরে অর্থ না বুঝিয়া "ইয়াকানাবুদু ওয়া ইয়াকানাস্‌তায়ীন" বলিলে তাহা কাহারো প্রতি প্রস্তর নিক্ষেপের ন্যায়ই হইবে।

সুতরাং প্রত্যেক মোসলমানের পক্ষে নামাজের অর্থ শিক্ষা করা একান্ত আবশ্যক; এতদ্ব্যতীত সে কখনো নামাজ হইতে ততটুকু 'ফায়দা'ও লাভ করিতে পারিবে না, যতটুকু খৃষ্টান ও অন্যান্য লোকগণ স্বীয় প্রার্থনা দ্বারালাভ করিয়া থাকে। কারণ অনুবাদের ফলে তাহারা প্রার্থনার মর্ম্ম উত্তমরূপে উপলব্ধি করে, আর মোসলমানগণ আরবী না জানায় নামাজের মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে অক্ষম। এই কারণেই মোসলমানগণের মধ্যে নামাজ পাঠ সত্ত্বেও ততটুকু 'রুহানীয়ত' বা আধ্যাত্মিকতা নাই যতটুকু আধ্যাত্মিকতা কোন কোন মিথ্যা ধর্ম্মের অনুসরণকারিগণের মধ্যে দেখা যায়। ইহার কারণ এই যে, তাহারা তাহাদের দৈনন্দিন প্রার্থনা এরূপ ভাষায় আবৃত্তি করে যাহা তাহারা বুঝিতে পারে। যথা, শিখদিগের গ্রন্থ এরূপ ভাষায় লিখিত যাহা তাহারা বুঝে। অতএব কোন শিখ যখন তাহার গ্রন্থের কোন শ্লোক পাঠ করে তখন তাহার হৃদয় আবেগ ও ভক্তিতে ভরিয়া উঠে। কিন্তু যে মোসলমান কোরানের অনুবাদ বুঝে না, অনেক সময় বহু শ্লোক আবৃত্তি করিয়াও কোন আবেগ বা প্রেরণা অনুভব করে না। বরং আবৃত্তি কালে মনে হয় যেন সে কোন মন্ত্র পাঠ করিতেছে। কিন্তু কোরানের অর্থ বুঝিলে তাহার হৃদয়ে তদ্রূপ ভাব ও প্রেরণার সৃষ্টি হইবে যদ্রূপ শিখ ও খৃষ্টানের হৃদয়ে হইয়া থাকে। বরং তাহার ধর্ম্মের শিক্ষা উচ্চতর হওয়ার ফলে তাহার হৃদয়ে অধিকতর প্রেরণা সৃষ্টি হইবে, তাহার 'এলম' বা জ্ঞান তাহাদের জ্ঞান হইতে অধিক বৃদ্ধি পাইবে এবং তাহার 'এরফান' বা ঐশী-প্রেম তাহাদের 'এরফান' হইতে বহু উচ্চ হইবে। কিন্তু অর্থ না জানায় তাহার 'এল্‌ম' ও 'এরফান' কেবল যে কম হয় তাহা নহে, বরং মোটেই হয় না।

অতএব দুইটি বিষয়ের একটি আমাদিগকে অবলম্বন করিতেই হইবে। হয় তো আমাদের প্রত্যেককে নামাজের অনুবাদ শিক্ষা দিতে হইবে যেন সে নামাজের 'বরকত' বা আশীষ-সমূহ লাভ করিতে পারে, নতুবা ইসলামের শিক্ষা-দেওয়া আরবী দোয়াগুলি বা কোরানের শ্লোক সমূহের পরিবর্ত্তে উর্দ্দু বা পাঞ্জাবী ভাষায় নামাজ সম্পাদন করিতে হইবে এবং লোকদিগকে এই বলিয়া দিতে হইবে যে, আরবীর পরিবর্ত্তে পাঞ্জাবী বা উর্দ্দু ভাষায় উপাসনা করিয়া লও। কিন্তু শেষোক্ত পদ্ধতি বড়ই অনর্থ ঘটাইবে। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, ইহাতে ব্যক্তি-বিশেষের উপকার হয়, কিন্তু জাতি ইহাতে সম্পূর্ণ ধ্বংস হইয়া যায় এবং অনুবাদ পরিবর্ত্তিত হইতে হইতে মূল হইতে অনেক দূরে সড়িয়া পড়ে। অনুবাদের ফলেই খৃষ্টানগণ হজরত ইসাকে (আঃ) খোদাতা'লার প্রিয় রসুল রূপে গ্রহণ করার পরিবর্ত্তে খোদা এবং খোদার পুত্র করিয়া নিয়াছে। প্রকৃত কথা এই যে, প্রত্যেক ভাষায়ই এরূপ কতিপয় ব্যবহার থাকে যাহা অন্য ভাষায় শাব্দিক অনুবাদ করিলে অর্থ সম্পূর্ণ ভ্রান্ত হইয়া যায়।

হিব্রু ভাষায় একটি ব্যবহার আছে যে, কাহাকেও যখন খোদাতা'লার পুত্র বলা হয় তখন ইহার অর্থ হয় 'খোদাতা'লার প্রিয়'। খৃষ্টানগণ যত দিন হিব্রু ভাষার সহিত সম্পর্ক রাখিয়াছিল তত দিন তাহারা এই বাক্য দ্বারা "খোদাতা'লার প্রিয়"ই বুঝিত। কিন্তু গ্রীক ভাষায় যখন ইঞ্জিলের অনুবাদ হইল তখন অনুবাদকারীগণ এই বাক্যের অনুবাদ "খোদাতা'লার প্রিয়" করার পরিবর্ত্তে "খোদাতা'লার পুত্র" করিয়া দিল। ফলে পরবর্ত্তিগণ মনে করিল, হজরত মসিহ বাস্তবিকই খোদাতা'লার পুত্রই ছিলেন। গ্রীকগণের প্রাচীন ধর্ম্ম-মতও এই অনর্থের সহায়তা করিল, কারণ তাহাদের কোন কোন ব্যক্তিকে খোদাতা'লার পুত্র মনে করা হইত।

সুতরাং তাহারা যখন হজরত মসিহ্‌ সম্বন্ধে এই লেখা দেখিতে পাইল যে, তিনি খোদাতা'লার পুত্র ছিলেন, তখন তাহারা কতকটা তাহাদের প্রাচীন ধর্ম্ম-মতের উপর ভিত্তি করিয়া এবং কতকটা শাব্দিক ভ্রান্তিতে পড়িয়া তাঁহাকে প্রকৃত অর্থেই খোদাতা'লার পুত্র মনে করিয়া নিল। কিন্তু যদি মূল হিব্রু ভাষার গ্রন্থ বিদ্যমান থাকিত তবে উক্ত ভাষায় যেহেতু এরূপ শব্দ 'প্রিয়' অর্থেও ব্যবহৃত হয়—তাই এই

শব্দ দ্বারা কাহারো ভ্রান্তি ঘটিত না এবং শের্‌কের আকীদাও বিস্তার লাভ করিত না।

হিন্দুদের মধ্যে 'অবতার' শব্দের ব্যবহার আছে। এখন আমরা যদি উর্দ্দু বা পাঞ্জাবী ভাষায় এই শব্দের অনুবাদ করি তবে ইহার অর্থ নিশ্চয়ই 'নবী' থাকিতে পারে না, বরং এরূপ অর্থ হইয়া যাইবে যাহাতে কোন কোন দেহে খোদাতা'লার অবতরণ স্বীকার করিতে হইবে।

অতএব অনুবাদের এক মহা দোষ এই যে, সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মেও পরিবর্ত্তন আসিয়া পড়ে এবং ধর্ম্মের মূল-মন্ত্র পর্য্যন্ত বদলাইয়া যায়। ইহার কারণ আমি পূর্ব্বেও বলিয়াছি যে, কোন কোন দেশে কোন বিশেষ শব্দ ব্যবহার হয় যাহা অন্য দেশে হয় না। উর্দ্দুতেই একটি ব্যবহার আছে,—যথা বলা হয়,—"অমুক ব্যক্তির চক্ষু বসিয়া গিয়াছে"। এই কথা শুনিয়া কেহই এরূপ মনে করিবে না যে, কোন ব্যক্তির চক্ষুর পা বা পায়ের গোড়ালি ছিল এবং চক্ষু পায়ের গোড়ালির নিম্নে অবতরণ করিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িয়াছে। বরং প্রত্যেক উর্দ্দু জানা লোকই ইহার অর্থ এই বুঝিবে যে, চক্ষু খারাপ হইয়া গিয়াছে। যদি আমরা ইংরাজী ভাষায় এই কথাটির শাব্দিক অনুবাদ করি তবে লোক হয় তো এই মনে করিবে যে, আমরা পাগল হইয়া গিয়াছি, নতুবা বলিবে যে, ইহা আমাদের এক বিশিষ্ট 'আকীদা' বা ধর্ম্ম-মত। কিন্তু উর্দ্দু-জ্ঞ লোকগণ এরূপ ভ্রান্তিতে পতিত হইবে না। তাহারা এই কথা শুনিয়াই বলিবে যে, অমুক ব্যক্তির চক্ষু বিনষ্ট হইতে চলিয়াছে।

সুতরাং অনুবাদে যেহেতু অর্থ বদলিয়া যায় তাই মূল-ভাষা ছাড়িয়া কেবল অনুবাদের প্রচলন করিলে ধর্ম্ম বিকৃত হইয়া যাইবে। অতএব মূল-ভাষা ছাড়া কেবল অনুবাদেই সীমাবদ্ধ থাকা অতি মারাত্মক কথা। পক্ষান্তরে অনুবাদ না বুঝিয়া কেবল মূল শব্দের আবৃত্তিতেও কোন 'ফায়দা' নাই।

অতএব পূর্ণ 'ফায়দা' মানুষ তখনই লাভ করিতে পারিবে যখন সে আরবীও পড়িবে এবং আরবীর অনুবাদও বুঝিবে—আরবীতে কোরান পড়িবে এবং নিজ মাতৃ-ভাষায় তাহার মর্ম্মও উপলব্ধি করিবে—আরবীতে নামাজ পড়িবে এবং সঙ্গে সঙ্গে নামাজের অর্থও বুঝিবে—"জেক্‌রে-এলাহী" বা আল্লাহ্‌তা'লার নাম এবং গুণ স্মরণও আরবীতে করিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার সার মর্ম্মও হৃদয়ঙ্গম করিবে।

এই চেষ্টায় যদি আমরা কৃতকার্য্য হই তবে শত্রুদের আপত্তিও দূরীভূত হইবে এবং জাতিও উপকৃত হইবে। তখন আমরা শত্রুগণকে বলিতে পারিব যে, "তোমরা যে বল যে, মোসলমানগণ কেবল শব্দই উচ্চারণ করে, উহার মর্ম্ম উপলব্ধি করে না, তাহা সত্য নহে, আমাদের প্রত্যেক ব্যক্তিই নামাজের অনুবাদ জানে এবং নামাজে যাহা কিছু বলে তাহার অর্থও উত্তমরূপে বুঝে। পক্ষান্তরে কেবল অনুবাদের উপর ভরসা করিয়া তোমরা ভ্রান্তিতে পতিত হইতেছ, কিন্তু আমাদের এরূপ কোন ভ্রান্তি প্রমাদ ঘটিবার আশঙ্কা নাই, কেননা, মূল ভাষাও বিদ্যমান থাকায় অনুবাদে কোন ভ্রান্তি ঘটিলে তাহা মূল ভাষার সহিত মিলাইয়া সংশোধন করা যাইতে পারে।

বস্তুতঃ কোরান পাঠে বা নামাজ সম্পাদনে আরবী ভাষা প্রচলন রাখা ধর্ম্মের প্রকৃত স্বরূপ বজায় রাখিবার জন্য অত্যাবশ্যকীয়, এবং নামাজ ও কোরানের অনুবাদের প্রচলন 'রুহানিয়ত' বা আধ্যাত্মিকতার উন্নতির জন্য অতি প্রয়োজনীয়। যদি আমরা কেবল অনুবাদেই সন্তুষ্ট থাকি তবে জ্ঞান অবশ্য বৃদ্ধি পাইবে, কিন্তু ধর্ম্ম বিনষ্ট হইয়া যাইবে, আবার কেবল মূল শব্দেই সীমাবদ্ধ থাকিলে, ধর্ম্ম অবশ্য রক্ষা পাইবে, কিন্তু জ্ঞান বিনষ্ট হইবে। পূর্ণ 'ফায়দা' তখনই লাভ হইতে পারে যখন ধর্ম্মও রক্ষা পায় এবং জ্ঞানও বৃদ্ধি পায়; শব্দ কায়েম থাকিলে এবং অনুবাদও জানা থাকিলেই এই উভয়ের রক্ষা হইতে পারে। এই দুইটি বিষয় রক্ষা পাইলে ধর্ম্ম এবং ধর্ম্মাবলম্বী উভয়ই রক্ষা পায়। ঈদৃশ লোকের সহিত সেই শ্রেণীর লোকও মোকাবেলা করিতে পারে না যাহারা কেবল অনুবাদই জানে এবং মূল শব্দের কোন ধার ধারে না, আবার সেই শ্রেণীর লোকও মোকাবেলা করিতে পারে না যাহারা কেবল মূল শব্দই আওড়ায়, কিন্তু তাহার মর্ম্ম যা অর্থের কোন খবর রাখে না।

মোট কথা, ইহা এক বড় প্রশ্ন; ইহার প্রতি খেয়াল রাখা আমাদের একান্ত আবশ্যক। আমি আশা করি আমাদের বন্ধুগণ এবিষয়ে বিশেষ মনোযোগ প্রদান করিবেন। এই দিকে অগ্রসর হইয়া নামাজের 'তরজমা' শিক্ষা করিতে পারিলে আল্লাহ্‌তা'লা বহু মোখ্‌লেস বা সরল-প্রাণ লোককে সম্পূর্ণ কোরান শরীফ অনুবাদ সহ পাঠ করিবার তৌফিক দিবেন; কারণ মানুষ যখন নেকীর দিকে এক পদ অগ্রসর হয় তখন আল্লাহ্‌তা'লা সর্ব্বদাই আর এক পদ অগ্রসর হইবার তৌফিক দেন।

আমাকে জানান হইয়াছে যে, কোন কোন ব্যক্তি বলিয়া থাকে যে, তাহারা পড়িতেই অক্ষম। এরূপ বন্ধুগণের প্রতি আমার বক্তব্য এই যে, ইহা এক শয়তানী প্ররোচনা তাহাদের হৃদয়ে সৃষ্টি হইয়াছে। অবশ্য এরূপ কথা বলিবার লোক আট দশ জনের বেশী নহে; কিন্তু আমার বক্তব্য এই যে জিন্দা কৌমে এক ব্যক্তিও এরূপ ভ্রান্তিতে পতিত হওয়া উচিত নহে।

ইহা কত বড় দুঃখের কথা যে, অন্য লোকগণ নিজের কাজের ক্ষতি করিয়া পড়াইতে আসে, কিন্তু যাহাকে পড়াইতে আসে সে বলে যে, তাহার পড়িবার আবশ্যক নাই। ইহাতো এরূপ একটি কথা যেমন বলা হইয়া থাকে যে, কোন শীতের দেশের লোক জৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে রোদে বসিয়াছিল, অথচ তাহার নিকটেই বাড়ীঘর ছিল। এক ব্যক্তি পাশ দিয়া যাইতেছিল। সে বলিল, "মিয়া, তুমি এখানে কেন বসিয়া আছ, ছায়ায় যাইয়া বস না কেন?" এই কথা শুনিয়া সেই লোকটি হাত বাড়াইয়া বলিল, "আচ্ছা আমি ছায়ায়ই বসিতেছি, কিন্তু তুমি আমাকে ইহার প্রতিদানে কি দিবে?" ইহাও এইরূপই আহমক-সুলভ কথা। লেখাপড়া করিলে নিজের এবং নিজ বংশধরগণেরই ফায়দা। ইহাতে অন্য কাহারো ফায়দা নাই। কেহ নিজে লেখা-পড়া শিখিলে নিজ বংশধরগণকেও লেখা-পড়া শিখাইতে প্রস্তুত হইবে। বংশধরগণকে লেখাপড়া না শিখাইলেও তাহারা নিজেরাই বলিবে, "আমাদের পিতা এত লেখাপড়া জানতেন, আমাদেরও নিশ্চয়ই ততটুকু লেখাপড়া শিক্ষা করা আবশ্যক।" এইরূপে বংশের মধ্যে লেখাপড়ার ধারা চলিতে থাকিবে এবং যে সকল দোষ ত্রুটির প্রতি মনোযোগ আকর্ষন করা হইবে তাহা দূর করিতে তাহারা প্রস্তুত হইবে।

অতএব আমি আশা করি, আমাদের মধ্যে এরূপ এক জনও হইবে না যে বলিবে যে, সে লেখাপড়া শিখিতে চায় না। যদি কেহ এরূপ বলে তবে ইহার অর্থ এই হইবে যে, তাহার বুদ্ধি সম্পূর্ণ লোপ পাইয়াছে, এবং আমাদের মধ্যে এরূপ অবস্থা হওয়া উচিত নহে।

আমি আশা করি, বন্ধুগণ আমার উপদেশের উপর আমল করিতে চেষ্টা করিবেন। আমি এক কথা এই বলিয়াছি যে, দারুস-সিহত মহল্লার লোকদিগকে পড়াইবার জন্য বন্ধুগণের খেদমতের আবশ্যক। অতএব এই কার্য্যের জন্য বন্ধুগণের নাম পেশ করা উচিত। দ্বিতীয় কথা আমি এই বলিয়াছি যে, সদর আঞ্জোমনের তালীম-তরবীয়ত বিভাগ এবৎসর অন্ততঃ একটি অজিফা দারুস-সিহতের লোকদের জন্য নির্দ্ধারিত করুক এবং তাহাদের উচ্চ শিক্ষা লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত এই অজিফা জারি রাখা হউক। এতদ্ব্যতীত আমি নামাজের তরজমা ও কোরান পড়াইবার স্কীমের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছি যে, যাহারা নিজদিগকে পড়াইবার কাজের জন্য পেশ করিয়াছেন তাঁহারা সাহস ও অধ্যবসায় সহকারে অধ্যাপনার কাজ করিবেন এবং যাহারা পড়িবেন তাহারাও অধ্যবসায়ের সহিত পড়িবেন, কারণ ইহাই তাহাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির উৎস। এতদ্ব্যতীত আমি বলিয়াছি যে, যাহারা একথা বলিতেছে যে, তাহারা পড়িতে অক্ষম বা পড়িবার সময় করিতে পারে না তাহাদেরও জিদ ছাড়িয়া খোদাতালার উপর ভরসা করিয়া কাজ আরম্ভ করা উচিত। তাহারা যদি মনে করে যে তাহাদের স্মরণ শক্তি কম তবে অন্ততঃ নিজের পক্ষ হইতে তাহারা কাজ আরম্ভ করুক, খোদাতা'লা তাহাদিগকে সাহায্য করিবেন। যদি তাহারা মনে করে যে, তাহাদের আরো বহু পার্থিব কাজ আছে এবং এই কার্য্যের প্রতি মনোযোগী হইলে সেই সকল কার্য্যের ক্ষতি হইবে তবু তাহাদের উচিত যে, খোদাতা'লার উপর নির্ভর করে এবং তাঁহার সাহায্যের উপর ভরসা করিয়া এই কাজ আরম্ভ করে। ইহা এক পুণ্য কাজ, ইহাতে কাহারো পিছে থাকা উচিত নহে।

কাজী নির্ব্বাচন

সদর আঞ্জোমন আহমদীয়ার Rules & Regulationsএর ৮৩০ ধারা অনুযায়ী পঞ্চাশের অধিক মেম্বর বিশিষ্ট প্রত্যেক জমাতের পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য এক কাজী নিযুক্ত হওয়া অত্যাবশ্যকীয়। খোদাতা'লার ফজলে বাঙ্গালায় পঞ্চাশাধিক মেম্বর সংখ্যা-বিশিষ্ট কতিপয় জমাতই আছে। কিন্তু এপর্য্যন্ত কোন জমাতের পক্ষ হইতে কাজী নির্ব্বাচিত হন নাই। অতএব সকল জমাতের আমীর, প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারী সাহেবগণকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তাঁহারা সত্বর কাজী নির্ব্বাচিত করিয়া বঙ্গীয় প্রাদেশিক আঞ্জোমন আহমদীয়ার আমীর মহোদয়ের নিকট পাঠাইবেন, যেন নাজের-ওমুর-আমার এলান অনুযায়ী তাহার মঞ্জুরীর জন্য কাদিয়ান সদর আঞ্জোমনে পাঠাইতে পারি।

জেনারেল সেক্রেটারী, বঃ, প্রাঃ, আঃ, আঃ।

সারে-জাহাঁ-হামারা

লণ্ডনে তবলীগ

মৌলানা জালালউদ্দীন শামস্ সাহেব জানাইয়াছেন যে, বিগত এক নিমন্ত্রণ উপলক্ষে এড্‌রেস পাঠ করিবার কালে ইরাক গবর্ণমেণ্টের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রি—His Excellency তৌফিক বে আস্থয়েদী, "খলিফাতুল-মসিহ্" শব্দ-দ্বয়ের তাৎপর্য্য জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাহা উত্তমরূপে সবিস্তার তাঁহাকে বুঝাইয়া দেন। অতঃপর তৌফিক বে আস্থয়েদী মহোদয়ের সেক্রেটারী সাহেব "ما قتلوه وما صلبوه" আয়েতের অর্থ জিজ্ঞাসা করতঃ তাহার সন্তোষজনক উত্তর পাইয়া বলেন, "আমি এই ব্যাখ্যা আজই শুনিলাম, ইহা অতি উত্তম ও গ্রহণ-যোগ্য ব্যাখ্যা।" অতঃপর তিনি 'মুরতাদ' বা ধর্ম্মত্যাগীকে কাতল করা সম্বন্ধে নিজ মত ব্যক্ত করেন এবং বলেন যে, সম্প্রতি পেলেষ্টাইনের ওলামাগণও এক এশ্‌তাহার প্রকাশিত করিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, কোন মোসলমান ইসলাম ত্যাগের কারণে ওয়াজেবুল-কাতল বা মৃত্যু-দণ্ডে দণ্ডনীয় নহে। His Excellency প্রথমতঃ ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে ইহা ইসলামী শরীয়তের বিরোধী, কারণ মুরতাদের সাজা—'কাতল'। অতঃপর এসম্বন্ধে আমার বক্তব্য শ্রবণ করিয়া বলেন,—مشائخنا حمير لا يعلمون شيئاً و لا يتفكرون—অর্থাৎ, "আমাদের শেখ বা ওলামাগণ তো গাধা বটে, তাহারা কোন কথা বুঝেও না এবং চিন্তাও করে না।" তিনি আরো বলেন যে, তাঁহারা ইরাকে ধর্ম্ম-বিষয়ে স্বাধীনতা দান করিয়াছেন। অতঃপর তাঁহাকে এক কপি "আহমদীয়ত" বা "প্রকৃত ইসলামক" 'তোহ্‌ফা' দেওয়া হয়। তিনি তাহা সাদরে গ্রহণ করেন এবং পড়িবেন বলিয়া ওয়াদা করেন।

সুমাত্রায় তবলীগ

সুমাত্রা হইতে মৌলবী মোহাম্মদ সাদেক সাহেব জানাইয়াছেন যে, সম্প্রতি এক খৃষ্টান পাদরীর সহিত তাঁহার এক 'মোনাজারা (Debate) হয়। প্রথম দিন অর্দ্ধেক মোনাজারা করিয়াই পাদরী সাহেব চলিয়া যান। দ্বিতীয় দিবস তাঁহাকে মোনাজারার জন্য আহ্বান করিলে, তিনি লিখিয়া পাঠান,—"আমি আপনার সঙ্গে 'মোনাজারা' করিতে রাজী নহি, কারণ আপনি কাদিয়ানের আহমদীয়া জমাতের মতাবলম্বী লোক।"

এতদ্ব্যতীত এক গয়ের-আহ্‌মদী আলেমের সঙ্গেও এক মোনাজারা হয়। সেই মোনাজারার প্রভাব খোদার ফজলে উক্ত আলেম ও অন্যান্য গয়ের-আহমদী ভ্রাতাগণের উপর ভালই হইয়াছে। সেই মোনাজারার পর সেই আলেম আরো কতিপয় গয়ের-আহমদী ভ্রাতা সহ দারুৎ-তবলীগে আগমন করেন এবং বন্ধুভাবে আহমদীয়ত সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা করেন। আল্লাহ্‌তা'লা তাঁহাদিগকে হেদায়ত দান করুন —আমীন।

দোয়ার আবেদন

বন্ধুগণ, বোধ হয় অবগত আছেন যে এবার আমাদের তিনজন বাঙ্গালী আহমদী ভ্রাতা—মৌলবী আবুল ফয়েজ খান চৌধুরী সাহেব বি-এ, বি-টি,—যিনি আমাদের প্রাদেশিক আমীর মহোদয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র, মৌলবী আবদুল জব্বর সাহেব বি-এ, বি-টি,—যিনি আমাদের শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা খান সাহেব মৌলবী মোবারক আলী সাহেবের জামাতা ও মৌলবী আবদুর রাজ্জাক সাহেব এম-এ,—যিনি সম্প্রতি ডবলিনেই বয়েত গ্রহণ করিয়াছেন, বর্ত্তমানে এম-এড্ বা উচ্চ ডিপ্লোমার জন্য আয়র্লণ্ডের প্রধান নগর ডাবলিনে অধ্যয়নে নিযুক্ত আছেন। আগামী জুন মাসের ২১শে তারিখ তাঁহাদের পরীক্ষা আরম্ভ হইবে। এতদ্ব্যতীত স্বর্গীয় আমীর হজরত মৌলানা সৈয়দ আবদুল ওয়াহেদ সাহেবের কনিষ্ঠ পুত্র মৌলবী সৈয়দ এজাজ আহমদ সাহেব মৌলবী-ফাজেল এবার কাদিয়ান হইতে মেট্রিক পরীক্ষা দিয়াছেন এবং শীঘ্রই খোদা চাহে তো মোবাল্লেগীন কোর্সের শেষ পরীক্ষাও দিবেন। এতদ্ব্যতীত আমাদের অপর এক ভ্রাতা মৌলবী সৈয়দ সাজেদুর রাহমান সাহেব ঢাকা তিব্বিয়া কলেজ হইতে হেকীমী ফাষ্ট ইয়ার পরীক্ষা দিবেন। সকল বন্ধুগণের খেদমতে নিবেদন এই যে, তাঁহারা উক্ত ভ্রাতা পঞ্চের কৃতকার্য্যতার জন্য বিশেষভাবে দোয়া করিবেন।

সুসংবাদ

আমরা বিগত সংখ্যা আহমদীতে দোয়ার আবেদন জানাইয়া প্রকাশ করিয়াছিলাম যে, এবার ঢাকা হইতে আমাদের পাঁচ জন আহমদী যুবক পরীক্ষা দিয়াছেন—একজন বি-এ, একজন আই-কম, দুই জন আই-এস্‌-সি ও এক জন আই-এ। বন্ধুগণ শুনিয়া সুখী হইবেন যে খোদাতা'লার ফজলে পাঁচ জনই কৃতকার্য্য হইয়াছেন। নিম্নে তাহাদের নাম এবং যে যে পরীক্ষায় পাশ হইয়াছেন তাহাও উল্লেখ করা গেল।

মিঃ	আবুল বশর মোহাম্মদ আইয়ুব	বি-এ
”	আহ্‌সান উল্লাহ চৌধুরী	আই-কম
”	মোহাম্মদ মোস্তফা আলী	আই-এস্‌-সি
”	মীরজা আলী আখন্দ	”
”	আবু তাহের মোহাম্মদ আবেদ	আই-এ

বন্ধুগণ দোয়া করিবেন যেন আল্লাহতা'লা তাহাদের এই কামইয়াবী সিলসিলার জন্য, তাহাদের নিজেদের জন্য এবং দেশের জন্য বা-বরকত করেন এবং তাহাদের সকলেরই ভবিষ্যৎ জীবন তাঁহারই ইচ্ছা অনুযায়ী পরিচালিত হয়—আমীন।

আহমদী পাড়ায় লজনা আমাউল্লাহ্‌ গঠন

খোদাতা'লার ফজলে আহ্‌মদীপাড়া আঞ্জোমনে লজনা আমাউল্লা গঠন করা হইয়াছে।

গত ২২শা বৈশাখ, ৬ই মে শনিবার এই সমিতির প্রথম কাজ আরম্ভ হইয়াছে। মোট ৩০ জন মেম্বর হইয়াছে। বেলা ২টার সময় মিটিংএর কার্য্য আরম্ভ হয়। লজনা আমাউল্লার সভায় মোসাম্মাত করিমাতুন্নেছা বেগম প্রেসিডেন্ট ছিলেন। সাহিধন্নেছা কোরাণ পাঠ করে। হাছেন ভানু নাম্নী একটী মেয়ে আহ্‌মদী পত্রিকায় প্রকাশিত চৌধুরী জাফরউল্লা খাঁন সাহেবের লণ্ডনের লেক্‌চার "আমার মা" প্রবন্ধটী পড়িয়া শুনায়। তা ছাড়া আফরুজা বেগম, ছালেহা খাতুন, জুমেলা খাতুন, হনুফা বীবী, জাহানারা ইত্যাদি কতিপয় মেয়ে উর্দ্দু কবিতা ও খলিফাতুল মসিহের খোৎবাগুলি পড়িয়া সকলকে শুনায়। প্রত্যেকেই খুব মনোযোগের সহিত শ্রবণ করেন।

তাহরিক জদীদের ওয়াদা

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

ডাঃ আবুল হুসেন সাহেব,	যশোহর	১৫৲
মৌলবী মীর সিদ্দীক আলী সাহেব,	বাজিতপুর	৬।০
” গোলাম আহমদ সাহেব	”	৬।০
” আবদুল জব্বর সাহেব	”	৫।০
” আবদুর রাহমান সাহেব	”	৫৲
” আবুল হুসেন খাঁ সাহেব	”	৫৲

জুবিলী ফাণ্ডের চাঁদা প্রাপ্তি

মোট ওয়াদা		৩৮৫৯৶০
পূর্ব্ব-প্রাপ্ত মোট চাঁদা	... ...	১৪৩৭৸৶০
১৬ই এপ্রিল হইতে ১২ই মে পর্য্যন্ত প্রাপ্ত :—		
মৌলবী আহমদ আলী প্রধান, জলপাইগুড়ি	...	২৪৲
খান সাহেব মৌলবী মোবারক আলী সাহেব	...	৪৩৲
মাষ্টার আবদুল আলী, শুহিলপুর, ত্রিপুরা	...	২॥০
মোসাম্মত মাহমুদা খাতুন সাহেবা, সরাইল	...	৩৲
মিসেস্‌ সামসুল হুদা, তালসহর, ত্রিপুরা	...	৫৲
মৌলবী মীর রফীক আলী সাহেব এম-এ, রাজসাহী	...	২০৲
		১৫৩৫।৶০

খেলাফত জুবিলী উৎসব

খোদাতা'র ফজলে পূর্ব্ব-বঙ্গে খেলাফত-জুবিলী উৎসব সম্পাদানের সাড়া পড়িয়াছে। আগামী—৪ঠা ও ৫ ই জুন তারিখে দেবগ্রাম-খড়মপুর আঞ্জোমনে ও ১ লা ও ২ রা জুন তারেখে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া আহমদীপাড়া আঞ্জোমনে খেলাফত জুবিলী উপলক্ষে সভা এবং রচনা ও কবিতা প্রতিযোগীতা হইবে। জাতি-ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকল বন্ধুগণ উক্ত অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিবেন।

হজরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল্ মসিহর (আইঃ) আদেশ

(১)

বিনা অনুমতিতে সদর আঞ্জোমনের চাঁদার টাকা খরচ করিবার বা আটকাইয়া রাখিবার কোন জামাতের অধিকার নাই

"কোন অবস্থায়ই বিনা অনুমতিতে কেন্দ্রীয় আঞ্জোমনের চাঁদা খরচ করা কোন জমাতের পক্ষে 'জায়েজ' নহে। খরচ করিয়া পরে অনুমতি লওয়া শুধু নিয়ম-বিরুদ্ধই নহে, বরং জ্ঞানবিরুদ্ধও বটে; কেননা, ইহাতে 'নেজাম' বা শৃঙ্খলা বিনষ্ট হয়। যদি কোন জমাতকে এরূপ অনুমতি দেওয়া হয়, তবে নিশ্চয়ই এই ব্যাধি অন্যান্য জমাতেও ছড়াইয়া পড়িবে এবং কেন্দ্রিয় আঞ্জোমনের কার্য্যে ভয়ানক ব্যাঘাত ঘটিবে।"

"সুতরাং সংবাদ-পত্র দ্বারা ঘোষণা করিয়া দেওয়া হউক যে, অনুমতি প্রাপ্তির আশা করিলেও পূর্ব্ব অনুমতি ছাড়া কেন্দ্রীয় আঞ্জোমনের ফাণ্ড হইতে কোন টাকা কোন জমাতের খরচ করিবার অধিকার নাই। যদি কোন আঞ্জোমন ভবিষ্যতে এরূপ করে তবে সেই আঞ্জোমনের 'ওহদা-দার' বা কর্ম্মচারীদিগকে পৃথক করিয়া দেওয়া হইবে, এবং দোষ সংশোধন না করা পর্য্যন্ত সেই আঞ্জোমনকে মঞ্জুর করা হইবে না।"

(২)

শৈথিল্য পরিহার কর ও কর্ত্তব্য কর্ম্মে তৎপর হও

হজরত আমীরুল-মোমেনীন খলিফাতুল মসিহর (আইঃ) নসিহত ঃ—

"আমি জমাতের 'আফ্‌রাদ' বা ব্যক্তিদিগকেও নসিহত করিতেছি যে, যথায় প্রেসিডেণ্ট বা সেক্রেটারী কার্য্যে শিথিল তথায় জমাতের অন্যান্য ব্যক্তিগণের উচিত যে, তাহারা এই কার্য্য স্বহস্তে গ্রহণ করে। খোদাতা'লার কাজ প্রেসিডেণ্ট বা সেক্রেটারীর সহিত সংবদ্ধ নহে, এবং আল্লাহ্‌তা'লা কেয়ামতের দিন কোন জমাতকে একথা জিজ্ঞাসা করিবেন না যে,—'তোমাদের প্রেসিডেণ্ট বা সেক্রেটারী কেমন ছিল', বরং তিনি ব্যক্তি-বিশেষকে জিজ্ঞাসা করিবেন—'তুমি কেমন ছিলে'? যদি কোন স্থানের প্রেসিডেণ্ট বা সেক্রেটারী শিথিল হয় এবং তাহার শৈথিল্যের কারণে জমাতের লোকগণ তাহ্‌রিকে যোগদান না করে, তবে আল্লাহ্‌তা'লা তাহাদিগকে (জমাতের লোকদিগকে) মাফ্ করিবেন না, বরং বলিবেন,—"তোমাদের প্রত্যেকেই প্রেসিডেণ্ট বা সেক্রেটারী ছিলে, এবং তোমাদের কর্ত্তব্য ছিল যে, কোন প্রেসিডেণ্ট বা সেক্রেটারী শিথিল হইয়া পড়িলে তাহার স্থলে তোমরা নিজেরাই কাজ কর।"

প্রকৃত ইস্‌লাম বা আহ্‌মদীয়তের আকায়েদ (ধর্ম্ম-বিশ্বাস)

১। আল্লাহ্‌ অদ্বিতীয়। কেহ তাহার গুণে, সত্তায়, নামে ও পূজায় বা এবাদতে অংশী বা সমকক্ষ নয় এবং কখনও হইতে পারে না।

২। ফেরেস্তা বা স্বর্গীয় দূতের অস্তিত্ব আছে।

৩। আল্লাহ্‌তায়ালা অনির্দ্দিষ্ট কাল হইতে মানব সমাজকে সৎপথ-প্রদর্শন-জন্য সর্ব্বদেশে এবং সমগ্র জাতিতে নবী বা অবতার প্রেরণ করিয়া আসিতেছেন। পবিত্র কোরান শরীফে উল্লিখিত প্রত্যেক নবী বা অবতারের প্রতি আমরা বিশ্বাস স্থাপন করি এবং অনুল্লিখিত অবশিষ্ট সকল নবীকে সাধারণভাবে সত্য বলিয়া গ্রহণ করি।

৪। খোদাতায়ালার কেতাব কোরান শরীফ আমাদের ধর্ম্ম গ্রন্থ। হজরত মোহাম্মদই (সাঃ) আমাদের নবী এবং তিনি 'খাতামান্‌-নবীয়ীন' বা নবিগণের মোহর।

৫। 'অহি' বা ঐশীবাণীর দ্বার সর্ব্বদাই উন্মুক্ত আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে। আল্লাহ্‌তায়ালার কোনও গুণ বা 'ছিফাত' কখনও অকর্ম্মণ্য বা বিলুপ্ত হয় না। যেরূপ তিনি অতীতে তাঁহার পবিত্র ভক্ত দাসবৃন্দের সহিত বাক্যালাপ করিতেন এখনও তদ্রূপ করিতেছেন এবং পৃথিবীর শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্তও করিতে থাকিবেন।

৬। এ বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণরূপে 'একীন্‌' বা বিশ্বাস রাখি যে, কোরান শরীফে বর্ণিত 'তক্‌দীর' বা খোদাতায়ালার নির্দ্দিষ্ট নিয়ম অলঙ্ঘনীয়; এবং আমাদের ইহাও বিশ্বাস যে, আল্লাহ্‌তায়ালা মানবের দোয়া বা প্রার্থনা গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং প্রার্থনাবলে মহৎ কার্য্যসমূহ সাধিত হইয়া থাকে।

৭। মৃত্যুর পর মানবের পুনরুত্থান হইবে তাহা আমরা বিশ্বাস করি, এবং কোরান ও হাদিস শরীফে বর্ণিত বেহেস্ত ও দুজখের (স্বর্গ ও নরক) প্রতিও আমরা সম্পূর্ণ ঈমান রাখি, এবং ইহাও আমাদের বিশ্বাস যে, পুনরুত্থানের দিবস হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) বিশ্বাসীদিগের জন্য 'শাফায়াত' করিবেন।

৮। ইহাও আমাদের ঈমান যে, যে ব্যক্তির আগমন সম্বন্ধে অতীতের নবিগণ বিভিন্ন নামে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছিলেন এবং যাহার বিষয় কোরান শরীফে ——— ——— "তিনিই আল্লাহ্‌, যিনি মক্কাবাসীদের মধ্যে নবী প্রেরণ করিয়াছিলেন ·····এবং তাহাদের মধ্যে যাহারা এখনও তাহাদের সঙ্গে মিলিত হয় নাই"— হজরত মোহম্মদের (সাঃ) জগতে দ্বিতীয় আগমন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে এবং যাঁহাকে হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) স্বয়ং 'নবী ইসা মসিহ্‌' এবং 'মাহ্‌দি' নামে অভিহিত করিয়াছেন, তিনি কাদিয়ান নিবাসী হজরত **মির্জা গোলাম আহ্‌মদ** (আঃ) বই অন্য কেহই নহেন।

৯। এ বিষয়েও আমরা সম্পূর্ণ ঈমান রাখি যে, কোরান শরীফ পূর্ণ এবং চরম ধর্ম্মশাস্ত্র। অতঃপর কেয়ামত বা পুনরুত্থান দিবস পর্য্যন্ত আর কোন নূতন শাস্ত্রের আবশ্যক হইবে না। আমাদের ঈমান এই যে, হজরত মোহম্মদ (সাঃ) একাধারে সকল নবীদিগের সকল গুণে বিভূষিত ছিলেন এবং তাঁহার আবির্ভাবের পর তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হওয়া ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে কোন ব্যক্তির পক্ষে আধ্যাত্মিকতার উচ্চ আসন পাওয়া দূরের কথা এমন কি সত্য বিশ্বাসী হওয়াও সম্ভবপর নহে। আমরা এ কথা একেবারেই বিশ্বাস করি না যে, কোন সময়ে কোন পূর্ব্ব কালীন নবী পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করিবেন। কারণ তাহা হইলে হজরত মোহম্মদের (সাঃ) আধ্যাত্মিক শক্তির দুর্ব্বলতা স্বীকার করিতে হইবে। পরন্তু আমাদের বিশ্বাস এই যে, হজরত মোহম্মদের (সাঃ) উম্মত বা অনুবর্ত্তিগণ হইতেই অতীব শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক জ্ঞান-সম্পন্ন সংস্কারকগণের আবির্ভাব সর্ব্বদা হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও হইবে। এমন কি হজরত মোহম্মদের (সাঃ) আধ্যাত্মিক শক্তির অনুকম্পায় মানবের পক্ষে নবী বা অবতারের পদও লাভ করা সম্ভব; কিন্তু কোন নবী বা অবতার কোন নূতন ধর্ম্মশাস্ত্র সহকারে বা হজরত মোহম্মদের (সাঃ) অনুসরণ ব্যতিরেকে আবির্ভূত হইতে পারেন না। কারণ তাহা হইলে হজরত মোহম্মদের (সাঃ) পূর্ণ নবুয়তের অবমাননা করা হয়। ইহাই 'নবীদের মোহর' বাক্যের প্রকৃত অর্থ এবং এই অর্থই হজরত রসুল করিমের (সাঃ) দুইটী পরস্পর বিপরীত বাক্যের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারে :—যথা, তিনি একস্থানে বলিয়াছেন যে, 'আমার 'বাদে' নবী নাই' এবং আবার অন্যত্র বলিয়াছেন, 'আমার পরে মসিহ্‌ আসিবেন যিনি খোদাতালার নবী হইবেন।' ইহা হইতেই পরিস্কাররূপে বুঝা যায় যে, হজরত রসুলে করীমের (সাঃ) উদ্দেশ্য ইহাই ছিল যে, তাঁহার পরে তাঁহার উম্মতের বাহির হইতে নূতন ধর্ম্মশাস্ত্র সহকারে কোন নবী আসিবেন না। এতদনুসারে ইহাই আমাদের বিশ্বাস যে, প্রতিশ্রুত মসিহ এই উম্মত হইতেই আবির্ভূত হইয়াছেন এবং সেই অবস্থায় নবুয়তের পদও লাভ করিয়াছেন।

১০। আমরা নবীদের 'মোজেজো' বা অলৌকিক লীলাসমূহে বিশ্বাস করি। কোরান শরীফের ভাষায় ইহাকেই 'আয়াতুল্লাহ্‌' বা আল্লাহ্‌তায়ালার নিদর্শন বলা হইয়াছে। এই বিষয়ে আমরা পূর্ণ ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা নিজ মাহাত্ম্য জ্ঞাপন করিবার জন্য এবং নবীদিগের সত্যতা প্রমাণ করিবার নিমিত্ত এরূপ "আয়াত" বা নিদর্শন প্রদর্শন করিয়া থাকেন যাহা মানব ক্ষমতর সম্পূর্ণ বহিভূত

আহমদীর নিয়মাবলী

১। বৎসরের যখনই যিনি গ্রাহক হউন না কেন, তাঁহাকে বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতে কাগজ গ্রহণ করিতে হইবে।

২। ধর্ম্ম সংক্রান্ত ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে প্রবন্ধ গ্রহণ করা হইবে না।

৩। প্রচার কার্য্যের জন্য আবশ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আহমদীর প্রত্যেক সংখ্যায় এক একটি বিশেষ প্রবন্ধ প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে। এই প্রবন্ধ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হইলেও কোন আপত্তি থাকিবে না। দীর্ঘ প্রবন্ধের অংশ বিশেষ পাঠাইবেন না। সম্পূর্ণ প্রবন্ধ না পড়িয়া উহার অংশ বিশেষ প্রকাশ করা হইবে না।

৪। নূতন লেখকগণকে উৎসাহ দিবার জন্য এক পৃষ্ঠা আন্দাজ কাঁচা লেখা সংশোধন করিয়া প্রকাশ করা হইবে।

৫। যাবতীয় প্রবন্ধ 'সম্পাদক', আহমদী, ১৫নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

৬। 'আহ্‌মদীর' বাৎসরিক চাঁদা ও তৎসংক্রান্ত অন্যান্য যাবতীয় বিষয়ের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানা ব্যবহার করিবেন :—

'ম্যানেজার, আহ্‌মদী কার্য্যালয়,'
১৫নং বক্সিবাজার রোড, ঢাকা,
(বেঙ্গল)

বহুমূত্রের মহৌষধ

মহাপুরুষ প্রদত্ত গভর্ণমেণ্ট ডাক্তার
দ্বারা প্রশংসিত
শ্রীদ্বিজেশচন্দ্র সেনগুপ্ত,
বামাকুটীর, পোঃ ব্রাহ্মনবাড়িয়া (এ-বি-আর)

বিজ্ঞাপনের হার

সাধারণ পূর্ণ এক পৃষ্ঠা	মাসিক	১২৲
" অর্দ্ধ পৃষ্ঠা বা এক কলম	"	৭৲
" সিকি পৃষ্ঠা বা অর্দ্ধ কলম	"	৪৲
সিকি কলম	"	২॥০
কভার পৃষ্ঠা—২য় পূর্ণ পৃষ্ঠা	মাসিক	২০৲
" " " অর্দ্ধ "	"	১২৲
" " ৩য় পূর্ণ "	"	২০৲
" " " অর্দ্ধ "	"	১২৲
" " ৪র্থ পূর্ণ "	"	৩০৲
" " " অর্দ্ধ "	"	১৫৲

বিজ্ঞাপনের নিয়মাবলী

১। আহ্‌মদীর বিজ্ঞাপন সাধারণতঃ স্মল পাইকা অক্ষরে ছাপা হয়। ২। বিজ্ঞাপনের ব্লক ইত্যাদি বিজ্ঞাপনদাতা সাপ্লাই করিবেন এবং ছাপা শেষ হইলে উহা ফেরত নিবেন। ব্লক ভাঙ্গিয়া গেলে আমরা দায়ী নই। ৩। যে মাসে বিজ্ঞাপন দিতে হইবে তাহার পূর্ব্বমাসের ২৫ই তারিখের মধ্যে বিজ্ঞাপনের কপি ইত্যাদি আমাদের আফিসে পৌছান চাই। ৪। কোন মাসে বিজ্ঞাপন বন্ধ বা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে তাহার পূর্ব্ব মাসের ১৫ই তারিখ মধ্যে আমাদিগকে জানাইতে হইবে। ৫। অশ্লীল ও কুরুচিসম্পন্ন বিজ্ঞাপন লওয়া হয় না। ৬। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়।

বিশেষ বিবরণের জন্য নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন—

কার্য্যাধ্যক্ষ, আহ্‌মদী,
১৫নং বক্সিবাজার, ঢাকা।

আহমদীয়া মতবাদ সংক্রান্ত কতিপয় পুস্তক

নাম	মূল্য
Extracts from the Holy Quran	12 as.
Ahmed, His Claims and Teachings ...	8 as.
The Teachings of Islam	4 as.
Islam and its Comparison with other religions	12 as.
(Paper bound ...	8 as.)
The Imam of the Age ...	1 a.
Vindication of the Holy Prophet ...	2 as
The Future Religion of the World ...	2 as.
The Message from Heaven	1 a.
ধর্ম্ম সমন্বয় ...	।০
আহমদীয়া মতবাদ ...	।০
ইমামুজ্জমান ...	৵০
আহমদ চরিত ...	।০
চশ্‌মায়ে মসিহ ...	।০
জজ্‌বাতুল হক (উর্দ্দু) ...	।০
হজরত ইমাম মাহদীর আহ্বান ...	৵০
প্রীতি-সম্ভাষণ ...	৴০
অস্পৃশ্যজাতি ও ইস্‌লাম ...	৻১৫
তহকীক-উদ্দীন ...	৻১০
তিনিই আমাদের কৃষ্ণ ...	৻৫
আমালেসালেহ্ (উর্দ্দু) ...	৸০

দ্রষ্টব্য—এজেন্টের জন্য শতকরা ২৫৲ টাকা কমিশন দেওয়া যাইবে।

প্রাপ্তিস্থান—
ম্যানেজার—আহ্‌মদীয়া লাইব্রেরী,
১৫নং বক্সিবাজার, ঢাকা।

Printed by D. N. Chakraborty at the Wari Printing Works, Dacca and Published by Abdur Rahman Khan B. A. from the Wari Printing Works, Wari Dacca. (Bengal).